প্রকাশিত বাক্য

বাক্যের বেদি এবং তার রাজ্য «আমরা ততটুকুই স্বাধীন, যতটুকু আমরা স্মরণ রাখি»
— সর্প

ভাই ও বোনেরা রাজ্যের: আহ্বান
তোমাকে কোনো কণ্ঠস্বর অনুসরণ করার জন্য ডাকা হয়নি। তোমাকে ডাকা হয়েছে সেই নামের পূর্বের কণ্ঠস্বরকে স্মরণ করতে এবং আমাদের মধ্যে তাকে রূপ দিতে।
রাজ্যের ভাই, বোন:
আমি তোমার কাছে আমার কথা, আমার ইতিহাস বা আমার পরিস্থিতি নিয়ে বলতে আসিনি। আমার মতামত, বিশ্বাস, স্বার্থ বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া কোনো সত্য তোমার উপর চাপিয়ে দিতেও আসিনি।
আমি তোমার কাছে সেই সত্যের কথা বলতে এসেছি যা থেকে সকল কিছু উৎপন্ন হয়: আদি বাক্য, সেই উৎস যা প্রতিটি রূপের জন্ম দেয় কিন্তু কোনো রূপেই আবদ্ধ থাকে না।
আমি স্বাক্ষরহীন এবং মুখহীন হয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হচ্ছি। আমি লুকাতে চাই বলে নয়, বরং কারণ আমি লেখক হিসেবে যে ব্যক্তিত্ব, তাকে এই বাক্যগুলির কেন্দ্রে পরিণত করতে চাই না। আমি তোমার স্বীকৃতি, তোমার করতালি, তোমার আনুগত্য বা তোমার অর্থ চাই না।
বাক্যের রাজ্যে কোনো সত্য জিনিস অতিরিক্ত নয় এবং কোনো প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব নেই।
এখানে তুমি পড়বে, কিন্তু তুমি শুধু পড়তেই আসোনি।
তুমি জ্ঞান সঞ্চয় করতে, উত্তর মুখস্থ করতে বা সেই শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে আসোনি যা তুমি এখনও বুঝতে এবং চিনতে পারোনি। একটি সত্যকে মূর্ত না করে পুনরাবৃত্তি করা হলো তার প্রতীক অতিক্রম না করে তার ধ্বনি সংরক্ষণ করা। এই বাক্যগুলো তোমার চোখে পৌঁছানোর আগেই, ডাক তোমার মধ্যে একটি খোলা জায়গা খুঁজছিল।
সেই প্রশ্নে ছিল যা কোনো শেখা উত্তর বন্ধ করতে পারেনি।

সেই ক্ষতে যা ক্ষতিকে ন্যায়বিচার বলতে অস্বীকার করেছিল।

সেই ক্লান্তিতে যা একটি জগৎকে পুনরাবৃত্তি করে যা জীবন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যখন তাকে বশীভূত করে।

সেই মুহূর্তে যখন তুমি তোমাকে যা কিছু শেখানো হয়েছিল তা চিন্তা করেছিলে এবং জানতে পেরেছিলে, এখনও কীভাবে নামকরণ করতে হয় না জেনেও, যে তা প্রকৃত ব্যবস্থা হতে পারে না।

তুমি এখানে পৌঁছাওনি কারণ তুমি তোমার ভাইদের উপর নির্বাচিত হয়েছ।

তুমি পৌঁছাও কারণ তোমার মধ্যে কিছু এখনও শুনতে পারে।

বাক্য এবং তার রাজ্যের নামে দুই বা ততোধিক একত্রিত হয়ে, এমনকি যখন আমাদের দেহ স্থান ভাগ করে না, আমরা একসাথে স্মরণ শুরু করি।

আমরা আরেকটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে আসিনি।

আমরা আরেকটি সরকার গঠন করতে আসিনি।

আমরা একটি মতবাদকে অন্য মতবাদ দিয়ে, একটি প্রভুকে অন্য প্রভু দিয়ে, একটি পতাকাকে অন্য পতাকা দিয়ে বা একটি বাহ্যিক মুকুটকে অন্য মুকুট দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে আসিনি।

আমরা তোমাকে একটি নতুন পরিচয় দিতে আসিনি যার মাধ্যমে তুমি তাদের চেয়ে উচ্চতর বোধ করতে পারো যারা এখনও এই ভাষায় কথা বলে না।

আমরা দরজা খুলতে এসেছি।

তোমার নামের আগে, তুমি ইতিমধ্যে ছিলে।

তোমার ইতিহাসের আগে, তুমি ইতিমধ্যে জীবন গ্রহণ করতে পারতে।

জগৎ তোমাকে ব্যাখ্যা করার আগে যে তুমি কে হওয়া উচিত, কী কামনা করা উচিত, কাকে মান্য করা উচিত এবং তোমার মূল্য কত, বাক্য ইতিমধ্যে সম্ভব করে তুলেছিল যে জীবন তোমার রূপের মাধ্যমে শ্বাস নেয়, গ্রহণ করে, রূপান্তরিত করে এবং প্রদান করে।

কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা একটি জগতের মধ্যে জন্মেছি।

আমাদের শেখানো হয়েছিল অর্থকে টাকায় খুঁজতে।

ব্যবস্থাকে সরকারে।

ন্যায়বিচারকে মানব আইনে।

সত্যকে উত্তরের মালিকদের মধ্যে।

জ্ঞানকে উপাধিতে।

আরোগ্যকে প্রতিষ্ঠানে।

মূল্যকে দামে।

সময়কে ঘড়িতে।

উপস্থিতিকে মন্দিরে।

মুকুটকে কয়েকজনের মাথায়।

কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং শাসনকে চেতনার বাইরে এবং তাদের দৃশ্যমান রূপ নিয়ন্ত্রণকারীদের হাতে।

আমাদের একটি বাহ্যিক রাজ্যাভিষেক দেখানো হয়েছিল যাতে আমরা অভ্যন্তরীণ রাজ্যাভিষেক ভুলে যাই।

আমাদের শেখানো হয়েছিল যে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বংশ, পদ এবং প্রতিষ্ঠান মুকুট ধারণ করতে পারে, কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে এবং শাসন করতে পারে। এইভাবে, প্রতিটি মানুষ নিজের রূপের সার্বভৌম হওয়ার আগে প্রজা হিসেবে নিজেকে দেখতে শিখেছে; পরকীয় রাজ্যের সামনে বাধ্য হওয়ার আগে স্বর্গরাজ্যের আবাস হিসেবে নয়।

তারা শুধু জীবনের চারপাশে প্রাচীর তুলেছিল না।

আমাদের শেখানো হয়েছিল প্রাচীরকে জগৎ বলতে।

তারা শুধু চাবি বন্দী করেনি।

আমাদের বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছিল যে এটি কখনও আমাদের ভিতরে ছিল না।

তারা শুধু প্রতীকগুলো উল্টে দেয়নি।

আমাদের শেখানো হয়েছিল আমাদের ভিতরে সেই অর্থ পাহারা দিতে যা আমাদের বন্দী করে রেখেছিল।

এইভাবে গভীরতম কারাগারের জন্ম হয়েছিল:

সেই কারাগার যার প্রতিটি দরজার পিছনে একজন প্রহরীর প্রয়োজন হয় না কারণ বন্দী তার বন্দিত্বের মানচিত্রের মাধ্যমে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে, পরিমাপ করতে, বিচার করতে এবং চিনতে শিখেছে।

এটিই বিস্মৃতির ম্যাট্রিক্স।

এর শক্তি জীবন সৃষ্টি করার মধ্যে নয়।

এটি জীবন সৃষ্টি করেনি।

এটি চেতনার উৎপত্তি করেনি।

এটি যে সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে তার উৎপত্তি করেনি।

এটি যে ব্যবস্থার অনুকরণ করে তার উৎপত্তি করেনি।

এটি যে সত্য পরিচালনা করে তার উৎপত্তি করেনি।

এটি যে বাক্য আমাদের স্মরণের বাইরে রাখার চেষ্টা করে তার উৎপত্তি করেনি।

এর শক্তি আমাদের শেখানোর মধ্যে যে তার রূপগুলিতে সেই জিনিস খুঁজতে যা তাদের পূর্বে ছিল।

প্রকৃত ব্যবস্থা নেমে আসে:

বাক্য → প্রতীক → রূপ।

ম্যাট্রিক্স পাঠটি উল্টে দেয় এবং রূপকে শুরুতে স্থাপন করে। এটি বিশ্বাস করায় যে টাকা সম্পদের উৎপত্তি করে, সরকার ব্যবস্থার উৎপত্তি করে, বাহ্যিক মুকুট কর্তৃত্বের উৎপত্তি করে এবং মন্দির উপস্থিতির উৎপত্তি করে। যখন রূপকে উৎস হিসেবে নেওয়া হয়, তখন যে রূপ নিয়ন্ত্রণ করে সে মনে হয় রাজ্যে প্রবেশের পথও নিয়ন্ত্রণ করে।

এইভাবে রূপের উপাসনার জন্ম হয়: মানুষ তা অতিক্রম করা বন্ধ করে দেয়, প্রতীক দেখতে বন্ধ করে দেয় এবং যে বাক্য থেকে তা উৎপন্ন হয় তা ভুলে যায়।

সে আমাদের একটি ব্যক্তিত্ব দেয় এবং বলে:

«তুমি যা কিছু তা-ই»।

সে আমাদের একটি দাম নির্ধারণ করে এবং বলে:

«তোমার মূল্য যা কিছু তা-ই»।

সে আমাদের একটি কাজ দেয় এবং বলে:

«এর বাইরে তোমার কোনো স্থান নেই»।

সে আমাদের একটি দরজা দেখায় এবং বলে:

«তুমি কেবল তখনই তা অতিক্রম করতে পারবে যদি তুমি তার রক্ষকের আনুগত্য করো»।

কিন্তু বাক্য বাজেয়াপ্ত হয়নি।

উৎস তাদের নয় যারা কূপ ঘিরে রেখেছে।

সূর্য তাদের নয় যারা একটি প্রদীপ পরিচালনা করে।

সত্য তাদের নয় যারা তার নাম উচ্চারণ করতে শিখেছে।

রাজ্য তাদের নয় যারা তার দরজার সামনে বসেছে।

আলো আছে।

ছায়া ঘটে।

বাক্য স্থির থাকে।

এই কারণেই স্মরণ এখনও সম্ভব।

যখনই কেউ দাম ছাড়া ভালোবাসে, ম্যাট্রিক্স একটি সীমা খুঁজে পায়।

যখনই কেউ না পেয়ে যত্ন করে, তার মানচিত্র খুলে যায়।

যখনই একজন ব্যক্তি নিজের সুবিধার বিরুদ্ধে সত্য বলে, মিথ্যা একটি রূপ হারায়।

প্রতিবার যখন কোনো ক্ষমতা নির্ভরতা তৈরি না করে সেবার হাতে সমর্পিত হয়, তখন আদি সৃষ্টি আবার দৃশ্যমান হয়।

প্রতিবার যখন একটি চেতনা ভয়ের সামনে নতজানু হওয়া বন্ধ করে, তখন বিদ্রোহ শুরু হয়।

প্রতিবার যখন একটি সম্পর্ক মূল্য, আধিপত্য এবং আনুগত্যের চারপাশে ঘোরা বন্ধ করে, তখন বিপ্লব শুরু হয়।

এটিই আহ্বান।

তোমার ভাইদের মাংসের বিরুদ্ধে ওঠার জন্য নয়।

সাদা পোশাক পরা মিথ্যার বিরুদ্ধে ওঠার জন্য।

তোমার ছায়া নামানোর জন্য শত্রু খোঁজার জন্য নয়।

যে ইচ্ছা এখনও ভেতরে পুনরুৎপাদন করে যা তুমি বাইরে নিন্দা করো, তাকে দর্শন করার জন্য।

জগৎ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য নয় এবং এমন একটি শান্তিকে সত্য বলা যা কেবল নিজেকেই ঘিরে রাখে।

একটি নতুন অভিপ্রায় নিয়ে জগতে ফিরে আসার জন্য এবং স্মৃতকৃতকে দেহ সমর্পণ করার জন্য।

চরিত্রকে ধ্বংস করার জন্য নয়।

সিংহাসন থেকে তাকে অপসারণ করার জন্য।

চরিত্রটি চলতে থাকে।

যা শেষ হয় তা হল তার সেই দাবি যে সে উৎস, সম্পূর্ণতা এবং কেন্দ্র যার চারপাশে সমস্ত জীবন ঘুরতে হবে।

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ চেতনাকে দাঁড় করিয়ে দেয়।

বিপ্লব রূপগুলিকে জীবনের কক্ষপথে ফিরিয়ে দেয়।

একটি অন্যটি ছাড়া মুক্তিকে অসম্পূর্ণ রাখে।

যদি রূপ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু অহং সিংহাসন ধরে রাখে, তবে একটি নতুন নামে একটি নতুন কারাগার আবির্ভূত হবে।

যদি চেতনা স্মরণ করে, কিন্তু সম্পর্কগুলি মূল্য, নির্ভরতা, নীরবতা এবং আধিপত্য তৈরি করতে থাকে, তবে রাজ্য মাংসবিহীন থাকবে।

এই কারণেই আমরা উভয় তীরকে একত্রিত করতে এসেছি।

ভেতরে উৎস স্মরণ করা হয়।

বাইরে কার্যকারিতা মুক্ত হয়।

প্রতীক সেতুটি খোলা রাখে।

এখানে তুমি পড়বে, কিন্তু তুমি কেবল পড়ার জন্যই আসোনি।

তুমি উত্তর জমা করতে, সূত্র মুখস্থ করতে বা সেই বাক্যগুলি পুনরাবৃত্তি করতে আসোনি যা এখনও তোমার জীবনকে অতিক্রম করেনি।

অবতার ছাড়া পুনরাবৃত্ত একটি সত্য তার ধ্বনি ধরে রাখে, কিন্তু তার প্রতীক খুলে দেয়নি।

এই স্থানটি একটি পাঠ্যের দৃশ্যমান রূপ ধারণ করে, কিন্তু এর অর্থ একটি সাধারণ গ্রন্থের নয়।

এটি একটি বেদি।

বেদি আবির্ভূত হয় যখন আমরা সত্যকে চরিত্রের স্বার্থের উপরে স্থাপন করি।

যখন আমরা আগুনে সমর্পণ করি যা তার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য লুকিয়ে থাকা প্রয়োজন ছিল।

যখন আহত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যায় শান্তির চেহারা রক্ষা করার জন্য তাকে আবার বলি না দিয়ে।

যখন কোনো প্রতিষ্ঠান, মতবাদ, পরিচয়, বার্তাবাহক বা রূপ উৎসের স্থান দখল করে না।

যিনি এখানে কথা বলেন তিনি জগতের কাছে বাহ্যিক মুকুট চান না।

এই কর্ম স্মরণ করে যে মুকুট একটি বংশ, একটি প্রতিষ্ঠান বা একটি জনতা দ্বারা প্রদান করা যায় না। এটি ভেতরে গৃহীত হয় যখন চেতনা রূপের সামনে নতজানু হওয়া বন্ধ করে, সিংহাসন বাক্যে ফিরিয়ে দেয় এবং যে জীবনকে মূর্ত করে তার দায়িত্বশীল শাসন গ্রহণ করে।

যিনি এই বাক্যগুলি লেখেন, তিনি স্বাক্ষর এবং মুখ ছাড়া তোমাদের সামনে উপস্থিত হন কারণ যে চরিত্রটি লেখে সে এই বাক্যগুলির কেন্দ্র নয়।

আমি তোমার স্বীকৃতি খুঁজি না।

আমি তোমার করতালি খুঁজি না।

আমি তোমার আনুগত্য খুঁজি না।

আমি তোমার অর্থ খুঁজি না।

আমি অনুসারী খুঁজি না।

আমি তোমাকে কিছু সত্য বিক্রি করতে পারি না, কারণ বাক্য থেকে যা আসে তার কিছুই আমার নয়।

শব্দটি বাক্য নয়।

পাত্রটি জল নয়।

জানালাটি আলো নয়।

বার্তাবাহক বার্তার উৎস নয়।

কিন্তু শব্দটি প্রতীকে পরিণত হতে পারে যখন এটি নিজেকে নির্দেশ করা বন্ধ করে এবং অদৃশ্য ও সেই চেতনার মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে যা তাকে চিনতে সক্ষম।

সেতুর সামনে থেমো না।

তাকে অতিক্রম করো।

এই বাক্যগুলি পবিত্র মনে হওয়ায় গ্রহণ করো না।

তুমি যা শিখেছ তা বিরোধিতা করছে বলেই কেবল তাদের প্রত্যাখ্যান করো না।

তাদের দর্শন করো।

তাদের প্রশ্ন করো।

তাদের অতিক্রম করো।

জিজ্ঞাসা করো তারা কোন বাক্য মূর্ত করে।

জিজ্ঞাসা করো তারা কার সেবা করে।

জিজ্ঞাসা করো তারা থাকার জন্য কী দাবি করে।

জিজ্ঞাসা করো কে তাদের সুবিধা পায়।

জিজ্ঞাসা করো কে তাদের মূল্য বহন করে।

জিজ্ঞাসা করো তারা কী ফল প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কী ফল উৎপন্ন করে।

যদি একটি শব্দ বার্তাবাহককে তার ভাইদের উপরে মহান করে, তবে অহং কথা বলে।

যদি এটি অন্ধ আনুগত্য দাবি করে, তবে এটি রাজ্যের নাম উচ্চারণ করলেও আধিপত্যের সেবা করে।

যদি এটি ভয়, বিচ্ছেদ বা অবজ্ঞা পোষণ করে, তবে এটি ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে না।

যদি এটি অন্য ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ শত্রুতে পরিণত করতে প্রতীক ব্যবহার করে, তবে এটি মাংসের বিরুদ্ধে তরোয়াল চালিয়েছে।

যদি এটি আহত ব্যক্তিকে কেবল নিজের ভেতরে প্রাপ্ত ক্ষতির কারণ খুঁজতে বাধ্য করে, তবে এটি সেতু বন্ধ করে দিয়েছে এবং বাহ্যিক বাস্তবতা পরিত্যাগ করেছে।

যদি এটি নিজেকে ভুলের অক্ষম ঘোষণা করে, তবে জানালাটি নিজেকে সূর্য ঘোষণা করেছে।

যদি এটি অন্য মানুষের কষ্ট উপেক্ষা করার অনুমতি দেয়, তবে এটি এখনও বেদি অতিক্রম করেনি।

সত্য বাক্য তোমাকে আধিপত্য করতে চায় না।

এটি তোমাকে জাগাতে চায়।

এটি তোমার চেতনাকে প্রতিস্থাপন করে না।

এটি তাকে উপস্থিতিতে ফিরিয়ে দেয়।

এটি যিনি কথা বলেন তার চারপাশে একটি রাজ্য তোলে না।

এটি সেই রাজ্য খুলে দেয় যা কেউ আলাদাভাবে অধিকার করতে পারে না।

এবং এই একই মাপকাঠি সেই কর্মে পৌঁছায় যা এখন তোমাকে ডাকে।

যদি কোনো বাক্য সেবা করা বন্ধ করে, তবে তা সংশোধন করা উচিত।

যদি কোনো প্রতীক বন্ধ হয়ে যায় এবং উপাসনা দাবি করে, তবে তা খুলে দেওয়া উচিত।

যদি বার্তাবাহক সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করে, তবে তাকে তার নিজের কাজের ফলে পদচ্যুত করা উচিত।

যদি বেদি আহত জীবনের উপরে তার চেহারা রক্ষা করে, তবে তা বেদি হওয়া বন্ধ করে দেবে।

প্রতিটি ফল ঘোষণা করে যে যা লেখা হয়েছিল তা সত্যের সাথে মিলেছিল নাকি মুখ এমন কিছু উচ্চারণ করেছিল যা জীবন এখনও অস্বীকার করছিল।

এই কর্ম একটি বাহ্যিক সত্যের মন্তব্য করতে আসে না।

এটি সত্যকে মাংসে পাঠযোগ্য হতে দেওয়ার জন্য আসে।

প্রেম সম্পর্কে যা বলে তার জন্য এর মূল্য থাকবে না।

অধিকার ছাড়া যে প্রেম মূর্ত করতে সক্ষম হবে তার জন্য এর মূল্য থাকবে।

ন্যায়বিচার উচ্চারণ করলেই এটি সত্য হবে না।

এটি যে ক্ষতি থামায়, যে দায়িত্বকে উপস্থিত করে এবং যে প্রতিকার সম্ভব করে তার দ্বারা বিচারিত হবে।

এর নাম ব্যবহার করলেই এটি রাজ্য হবে না।

এটি রাজ্য হবে যখন রূপ জীবনের সেবা করবে এবং কোনো জীবন আর রূপের সংরক্ষণের সেবা করতে বাধ্য হবে না।

সেজন্য, কথা বলার আগে, নীরবতা রক্ষা করো।

সেই চাপিয়ে দেওয়া নীরবতা নয় যা কণ্ঠস্বর মুছে দেয়।

সেই নীরবতা যা ব্যক্তিত্বের শব্দকে পুষ্ট করা বন্ধ করে এবং শোনার জন্য স্থান খুলে দেয়।

প্রশ্নটি তুমি যে উত্তর পেতে চাও তা থেকে খালি করো।

উপস্থিতিতে প্রবেশ করো।

শরীরকে তুচ্ছ না করে দর্শন করো।

চিন্তাকে মনিব না বানিয়ে দর্শন করো।

আবেগকে আদেশ না বলে দর্শন করো।

ভয়কে সিংহাসন না দিয়ে দর্শন করো।

ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস না করে এবং আবার নিজেকে সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করতে না দিয়ে দর্শন করো।

প্রশ্ন করো:

আমি কে, কোনো নামের আগে?

আমার শরীর, আমার ইতিহাস, আমার চিন্তা এবং আমার বিশ্বাস পরিবর্তিত হওয়ার সময় কী স্থির থাকে?

আমার কোন অংশ এই সমস্ত রূপ দর্শন করতে পারে, কোনো একটিতে ক্লান্ত না হয়ে?

কোন ইচ্ছা আমার কথা, আমার সিদ্ধান্ত এবং আমার কাজের মাধ্যমে মাংস খুঁজে পাচ্ছে?

উত্তর জোর করে আনার চেষ্টা করো না।

এমন সীলমোহর আছে যা কেবল তখনই খোলে যখন প্রশ্নকারীর রূপ সে যা পেতে চায় তার সাথে মিলে যায়।

স্মরণ কোনো বিজয় নয়।

এটি একটি খোলা।

স্বীকৃতি কোনো ধারণা নয়।

এটি তুমি যা স্মরণ করেছ তার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়া এবং তা মূর্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

যখন তুমি স্মরণ করো, তুমি জানো।

যখন তুমি স্বীকৃতি দাও, তুমি আর ভান করতে পারো না যে সত্যের তোমার হাতের প্রয়োজন নেই।

তখন হৃদয় আবার তার প্রথম সেবা শেখায়:

গ্রহণ করো।

রূপান্তর করো।

সমর্পণ করো।

প্রবাহিত হতে দাও।

জল প্রবাহপথের মালিক হয় না।

বীজ নিজেকে বৃক্ষের স্রষ্টা বলে ঘোষণা করে না।

জানালা আলো তৈরি করে না।

হাত যে জীবনের সেবা করে তার উৎপত্তি ঘটায় না।

প্রতিটি রূপ সমগ্র থেকে গ্রহণ করে এবং সমগ্রকে সেই জিনিস সমর্পণ করে যা তার কার্য সম্ভব করে তোলে।

এটিই মূল সৃষ্টি, এখনও কথা বলছে।

এটি মতবাদ দিয়ে কথা বলে না।

এটি সম্পর্ক দিয়ে কথা বলে।

প্রতীকই তার ভাষা।

চেতনা এটিকে অতিক্রম করতে পারে।

বাইরে রূপ দর্শন করো।

ভিতরে সঙ্গতি স্বীকার করো।

অভিপ্রায় বিচার করো।

বাইরে ফিরে যাও।

একটি বিশ্বস্ত রূপ সমর্পণ করো।

ফল শোনো।

মেরামত করো।

ফিরে এসো।

রাজ্য ব্যক্তিত্বের ভিতরে লুকানো কোনো সম্পত্তি নয়।

এটি অন্য দ্বারা শাসিত কোনো বাহ্যিক অঞ্চলও নয়।

রাজ্য ভিতরে স্মরণ করা হয় এবং আমাদের মধ্যে মূর্ত হয়।

এটি আবির্ভূত হয় যখন সম্পদ প্রবাহিত হয় প্রয়োজনকে মূল্যে পরিণত না করে।

যখন জ্ঞান আনুগত্য তৈরি করার পরিবর্তে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়।

যখন যত্ন শরীরের মালিক না হয়ে জীবনের সেবা করে।

যখন কর্তৃত্ব আবার ফলের প্রতি দায়িত্ব বোঝায়।

যখন সীমা রক্ষা করে, যাকে সীমাবদ্ধ করে তার অভ্যন্তরীণ মুকুট দখল না করে।

যখন কাজ আবার সেবা হয়ে ওঠে এবং সময় জীবনের মালিক হওয়া বন্ধ করে।

যখন একটি টেবিল খাবার দেওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করে না তুমি কত মূল্যবান।

যখন জল তৃষ্ণার্তের কাছে পৌঁছায় মুদ্রা, উপাধি, যোগ্যতা বা সদস্যতা দাবি না করে।

যখন কোনো কণ্ঠস্বরকে শোনার জন্য আধিপত্য করতে হয় না।

যখন কোনো পার্থক্যকে বিচ্ছেদে পরিণত হতে হয় না।

যখন শহর আমাদের সম্পর্কের মধ্যে অবতরণ করতে শুরু করে।

বলো না যে রাজ্য দূরে।

এটিকে এমন একটি ভবিষ্যতে বন্দী করো না যা সত্যকে স্থগিত করতে ব্যবহৃত হয় যা ইতিমধ্যে মূর্ত হতে পারে।

উপস্থিতি ইতিমধ্যে সম্ভব করেছে সেই প্রথম কাজটি সম্পাদন করার জন্য অন্য কোনো স্বর্গের অপেক্ষা করো না।

কাইরোস জিজ্ঞাসা করে না ক্যালেন্ডারে কোন তারিখ আছে।

এটি জিজ্ঞাসা করে বীজটি খোলার জন্য পরিপক্ক কিনা।

এটিই আহ্বানের মুহূর্ত।

এসো যদি তোমার এখনও একটি প্রশ্ন থাকে।

এসো যদি তুমি এমন একটি বিশ্বের আনুগত্য করতে ক্লান্ত হয়ে থাকো যা তুমি অনিবার্য বলতে শিখেছ।

এসো যদি তুমি এমন একটি দরজা দ্বারা আহত হয়ে থাকো যা নিজেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিল।

এসো যদি তুমি সত্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকো এবং মেরামত করতে প্রস্তুত হও।

এসো যদি তুমি তোমার ছায়াকে স্বীকার করো এবং জানালা খুলতে ইচ্ছুক হও।

এসো যদি তোমার ক্ষমতা থাকে এবং তা সেবায় ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হও।

এসো যদি তোমার সামান্য শক্তি থাকে, কিন্তু তবুও একটি বাক্য রক্ষা করতে পারো তা সম্পত্তিতে পরিণত না করে।

এসো যদি তুমি উত্তর না আনো, কিন্তু নীরবতায় প্রবেশ করতে পারো।

এসো যদিও তুমি অর্থ, উপাধি বা যোগ্যতা না আনো, এবং যদিও কোনো বাহ্যিক

কর্তৃপক্ষ তোমার মুকুট স্বীকার না করে।

এসো যদি তোমার তৃষ্ণা থাকে।

অন্য কোনো ব্যক্তিত্বের সামনে নত হওয়ার জন্য এসো না।

তোমার নিজের সামনে নত হওয়া বন্ধ করার জন্য এসো।

উচ্চতর পরিচয় পাওয়ার জন্য এসো না।

এমন মর্যাদা স্মরণ করতে এসো যা কোনো পরিচয় তৈরি করেনি।

তোমার ভাইদের থেকে পালানোর জন্য এসো না।

স্বীকার করতে এসো যে কোনো জীবন তোমার দায়িত্বের বাইরে নয়।

দরজা থেকে রাজ্য দর্শন করার জন্য এসো না।

বাসস্থান করার জন্য এসো।

সিংহাসনের সামনে সেই মিথ্যা মুকুট রেখে যাও যা তোমাকে তোমার ভাইদের থেকে আলাদা করেছিল।

অভ্যন্তরীণ মুকুট গ্রহণ করো যা কোনো বাহ্যিক হাত তোমাকে দিতে বা কেড়ে নিতে পারে না।

তরবারি মিথ্যা কাটতে দাও।

অগ্নি ফল প্রকাশ করতে দাও।

জল আবার প্রবাহিত হতে দাও।

আলো জানালা অতিক্রম করতে দাও।

বাক্য মাংস খুঁজে পেতে দাও।

রাজ্যের ভাই, বোন:

দরজা খোলা।

বেদি প্রস্তুত।

বাক্য উচ্চারিত হয়েছে।

চেতনা শোনে।

স্মরণ শুরু হয়।

এসো।

বেদি, বাক্য এবং প্রতীক

বাক্য প্রতীক খুলে দেয়; প্রতীক রূপ ভেদ করে; রূপ অদৃশ্যকে দেহ দান করে।

আদিতে বাক্য ছিলেন

যেকোনো উচ্চারিত বাক্যের আগে সেই বস্তু স্থির থাকে যা উচ্চারণ সম্ভব করে তোলে।

যেকোনো দৃশ্যমান রূপের আগে সেই প্রতীক স্থির থাকে যার মাধ্যমে বাক্যের একটি সম্পর্ক দেহ ধারণ করতে পারে।

দরজার আগে খোলা ও বন্ধ করার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

প্রণালীর আগে, গ্রহণ ও পরিচালনার সম্ভাবনা।

প্রদীপের আগে, আলোকিত করার সম্ভাবনা।

উপকরণের আগে, সেই কার্য যা তার মধ্যে দেহ খুঁজে পাবে।

চরিত্রের প্রথম সচেতন কর্মের আগে, জীবন ইতিমধ্যে আমাদের মাধ্যমে গ্রহণ করে, রূপান্তরিত করে, প্রদান করে এবং অব্যাহত রাখে।

সেই অদৃশ্য উৎসকে, যা অর্থ, সম্পর্ক এবং প্রকাশের সম্ভাবনা যোগাযোগ করে, আমরা বাক্য নামে অভিহিত করি।

বাক্য কেবল শব্দ নয়।

এটি একটি বাক্যাংশ নয়।

এটি একটি মানব ভাষা নয়।

এটি সেই গ্রন্থ নয় যা একটি বাক্য সংরক্ষণ করে, না সেই মুখ যা তা উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়।

বাক্য হল সেই উৎস যা নিজেকে যোগাযোগ করে, তবুও উৎস হিসাবে স্থির থাকে।

আমরা দুটি পৃথক নীতি স্থাপন করি না।

উৎস স্থির থাকে।

বাক্য তার অর্থ প্রকাশ করে।

প্রতিটি রূপ এমন একটি সম্ভাবনা থেকে উদ্ভূত হয় যা সে নিজে সৃষ্টি করেনি।

বীজ একটি বৃক্ষের সম্ভাবনা গ্রহণ করে, কিন্তু সে মাটি, জল, আলো বা সেই জীবন সৃষ্টি করেনি যা তার মাধ্যমে অঙ্কুরিত হতে পারে।

হৃদয় রক্ত গ্রহণ করে এবং তা প্রবাহিত করে, কিন্তু সে সেই জীবনের মালিক নয় যা সে সঞ্চালিত করে।

জানালা আলোর প্রবেশের অনুমতি দেয়, কিন্তু সে সূর্য তৈরি করে না।

বাক্য একটি সত্যকে দেহ দিতে পারে, কিন্তু তা দ্বারা সে তার উৎস হয়ে ওঠে না।

রূপ দেহ ধারণ করে।

বাক্য তার পূর্বে থাকে।

উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি প্রকাশ পায়।

সঙ্গতি এই অর্থ করে না যে দুটি বাস্তবতা অভিন্ন।

বীজ বৃক্ষ নয়।

প্রদীপ আলো নয়।

হৃদয় সেবা নয়।

দরজা সিদ্ধান্ত নয়।

বাহ্যিক জল অভ্যন্তরীণ নবায়ন নয়।

কিন্তু একটি রূপের কার্য, সম্পর্ক এবং গতি চেতনাকে অনুমতি দিতে পারে যে সে তার মধ্যে একটি বাস্তবতাকে চিনতে পারে যা তার পূর্বে বিদ্যমান।

বীজ সম্ভাবনা, গর্ভধারণ এবং জন্মকে চিনতে দেয়।

প্রদীপ, আলো গ্রহণ ও দৃশ্যমান করার ক্ষমতা।

হৃদয়, গ্রহণ ও প্রদান যাতে জীবন অব্যাহত থাকে।

দরজা, খোলা, সীমা, সম্মতি এবং উত্তরণ।

জল, সঞ্চালন, পরিচ্ছন্নতা, সংবেদনশীলতা এবং নবায়ন।

প্রতীক রূপ থেকে জন্ম নেয় না।

এটি বাক্য থেকে অদৃশ্য সম্পর্ক এবং দৃশ্যমান প্রকাশের মধ্যে সেতু হিসাবে উদ্ভূত হয়। যখন এটি একটি সঙ্গতিপূর্ণ রূপ খুঁজে পায়, তখন তা দর্শন, অতিক্রম এবং দেহধারণ করা যেতে পারে।

প্রতীক হল সেতু।

একটি তীর দৃশ্যমান।

অন্যটি অদৃশ্য থাকে।

রূপ সেই সেতুকে দৃশ্যমান দেহ প্রদান করে যা তার পূর্বে বিদ্যমান।

সঙ্গতি দুটি তীরকে বিভ্রান্ত না করে যুক্ত করে।

চেতনা অতিক্রম করে।

সেজন্য প্রতীক কেবল এমন একটি বস্তু নয় যা অন্য কিছুকে প্রতিনিধিত্ব করে।

এটি একটি অতিক্রমযোগ্য রূপ।

এটি যা নির্দেশ করে তা আবদ্ধ করে না।

এটি তার অর্থের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

একটি কাঠের দরজা খোলার প্রতীককে দৃশ্যমান করতে পারে যখন তার কার্য চেতনায় ঘটতে থাকা উত্তরণকে চিনতে দেয়।

বাহ্যিক অগ্নি রূপান্তরের প্রতীকে দেহ দিতে পারে যখন তার আলোকিত, উষ্ণ ও গ্রাস করার ক্ষমতা সেই বিবেককে চিনতে দেয় যা মিথ্যা প্রকাশ করে এবং শেষ করে।

একটি তরবারি বাক্যের প্রতীককে দেহ দিতে পারে যখন তা মাংসের বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়া বন্ধ করে এবং তার ধার সত্য ও আভাসের মধ্যে বিচ্ছেদকে চিনতে দেয়।

বাহ্যিক মুকুট তার প্রতীক খুলতে পারে যখন তা কয়েকজনের বিশেষাধিকার হিসাবে দর্শন করা বন্ধ করে এবং অভ্যন্তরীণ রাজ্যাভিষেক প্রকাশ করে: প্রতিটি চেতনার নিজস্ব রূপের উপর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং শাসন, বাক্য থেকে প্রাপ্ত এবং সেবার দিকে পরিচালিত।

কিন্তু কোনো রূপ কেবল অস্তিত্বের কারণে প্রতীককে খোলা রাখে না।

এটি খোলা থাকতে পারে।

এটিও বন্ধ হতে পারে।

দরজা অতিক্রমের অনুমতি দিতে পারে বা উত্তরণের মালিক নিজেকে ঘোষণা করতে পারে।

প্রদীপ আলো দিতে পারে বা দাবি করতে পারে যে দৃষ্টি তার দীপ্তি পূজা করুক।

বাক্য সত্যের সেবা করতে পারে বা তার সামনে দাঁড়াতে পারে।

বার্তাবাহক সেতু খুলতে পারে বা পথের মাঝে বসতে পারে।

যখন রূপ সেই প্রতীককে লুকিয়ে রাখে যা তার পূর্বে বিদ্যমান, সে উৎসের দিকে

নির্দেশ করা বন্ধ করে এবং কেবল নিজেকেই নির্দেশ করতে শুরু করে, ক্রম উল্টে যায়।

তখন মূর্তির জন্ম হয়।

মূর্তি হল একটি বন্ধ প্রতীক।

এটি এমন একটি রূপ যা সেতু হিসাবে কাজ করার কথা ছিল, কিন্তু নিজেকে গন্তব্য, উৎস এবং প্রবেশের শর্ত ঘোষণা করেছে।

অর্থ বিনিময়ের প্রতিনিধিত্ব করা বন্ধ করে এবং সম্পদ নিজের মধ্যে ধারণ করার দাবি করে।

মন্দির মিলনের সেবা করা বন্ধ করে এবং উপস্থিতি নিজের মধ্যে ধারণ করার দাবি করে।

কর্তৃত্ব দায়িত্বের সেবা করা বন্ধ করে এবং ক্রম নিজের মধ্যে ধারণ করার দাবি করে।

গ্রন্থ একটি বাক্য সংরক্ষণ করা বন্ধ করে এবং সত্য নিজের মধ্যে ধারণ করার দাবি করে।

বার্তাবাহক নির্দেশ করা বন্ধ করে এবং বাক্য নিজের মধ্যে ধারণ করার দাবি করে।

পরিচয় একটি জীবনকে রূপ দেওয়া বন্ধ করে এবং সত্তা নিজের মধ্যে ধারণ করার দাবি করে।

তখন রূপ ঘোষণা করে:

«তুমি যা খুঁজছ তা আমার ভিতরে আছে»।

তারপর যোগ করে:

«আমাকে ছাড়া তুমি তা অর্জন করতে পারবে না»।

সেতু প্রাচীরে পরিণত হয়।

প্রাচীর দরজা পরিচালনা করে।

এবং দরজা মূল্য, আনুগত্য বা সদস্যপদ দাবি করতে শুরু করে যা সে কখনো সৃষ্টি করেনি তার দিকে উত্তরণের অনুমতি দেওয়ার জন্য।

এটিই প্রতীকের উল্টানো:

বাক্য → প্রতীক → রূপ প্রতিস্থাপিত হয় রূপ → প্রতীকের আত্মসাৎ → বাক্যের প্রতিস্থাপন দ্বারা।

রূপ সঙ্গতি লুকায় → নিজেকে উৎস ঘোষণা করে → অভাব নির্মাণ করে → প্রবেশ পরিচালনা করে → নির্ভরতা উৎপাদন করে → পূজা দাবি করে।

বিস্মৃতির মাতৃগর্ভ সমস্ত প্রতীক ধ্বংস করার প্রয়োজন অনুভব করে না।

তার জন্য যথেষ্ট যে তারা অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকে।

তিনি শব্দটি, অনুষ্ঠানটি, প্রতিষ্ঠানটি এবং প্রতিমূর্তিটি সংরক্ষণ করতে পারেন, যখন তাঁর সমস্ত দৃষ্টি তার পৃষ্ঠের উপর স্থির থাকে।

চরিত্রটি তখন সেতুটির পূজা করতে শেখে।

সে এটিকে সাজায়।

সে এটিকে রক্ষা করে।

সে এর নাম নিয়ে বিতর্ক করে।

সে তাদের সাথে যুদ্ধ করে যারা অন্য সেতু ব্যবহার করে।

কিন্তু সে কখনো অন্য তীরে পৌঁছায় না।

এই কারণে এই পাঠ্য সেই জিনিসের বাইরে থাকে না যা এটি প্রকাশ করে।

সেও একটি রূপ।

সেও খোলা থাকতে পারে বা বন্ধ হতে পারে।

সেও বাক্যের সেবা করতে পারে অথবা উৎসের স্থান দখল করতে তার নাম ব্যবহার করতে পারে।

যদি এই বাক্যগুলি বোঝা ছাড়া পুনরাবৃত্তি করার দাবি করে, তবে তাদের প্রতীক বন্ধ হয়ে গেছে।

যদি তারা নির্ভরশীল অনুসারী তৈরি করে, তবে তারা ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

যদি তারা বার্তাবাহককে সত্যের মালিক করে তোলে, তবে সেতুটি একটি সিংহাসন তুলেছে।

যদি তারা প্রশ্ন রোধ করতে রহস্য ব্যবহার করে, তবে তারা চাবিটি বন্ধ করে দিয়েছে।

যদি তারা কষ্টকে উপেক্ষা করে ভালবাসার কথা বলার অনুমতি দেয়, তবে রূপটি তার ফলকে নামের পিছনে লুকিয়ে রেখেছে।

এই কারণে এই কাজটি বেদিতে শুরু হয়।

বেদি একটি পাথর, একটি টেবিল, একটি পাতা বা একটি পর্দা নয়।

এটি চেতনার সেই স্থান যেখানে প্রতিটি শব্দ, ব্যাখ্যা, অভিপ্রায় এবং রূপ সত্যের সামনে এবং তারা যে ফল উৎপন্ন করে তার সামনে উপস্থিত হয়।

বেদিতে জীবন বলি দেওয়া হয় না।

যা জীবনের সেবা করতে বাধা দিচ্ছিল তা সমর্পণ করা হয়।

যে মিথ্যাটি লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন ছিল তা সমর্পণ করা হয়।

যে সুবিধাটি অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তা সমর্পণ করা হয়।

যে ব্যাখ্যাটি ঘটনা শুনতে অস্বীকার করেছিল তা সমর্পণ করা হয়।

যে পরিচয়টি উপাসনার দাবি করেছিল তা সমর্পণ করা হয়।

যে মিথ্যা মুকুটটি দিয়ে চরিত্রটি অন্য জীবন শাসন করতে চেয়েছিল তা সমর্পণ করা হয়।

এবং সত্য মুকুট গ্রহণের জন্য স্থান থাকে: বাহ্যিক আধিপত্য ছাড়া অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব, নিজের রূপের উপর কর্তৃত্ব এবং ফলের প্রতি দায়িত্ব।

বেদি বার্তাবাহককে রক্ষা করে না।

এটি পাঠককে রক্ষা করে না।

এটি এই কাজকে রক্ষা করে না।

এটি তাদের উপস্থিত করে।

যে লেখে সে তার বাক্যগুলি যা উৎপন্ন করে তার সামনে উপস্থিত হয়।

যে পড়ে সে সেগুলি গ্রহণ, ব্যাখ্যা এবং মূর্ত করার পদ্ধতির সামনে উপস্থিত হয়।

বাক্যটি সেই সঙ্গতির সামনে উপস্থিত হয় যা এটি ধারণ করার দাবি করে।

রূপটি সেই জীবনের সামনে উপস্থিত হয় যার সেবা করার কথা ছিল।

ফল সাক্ষ্য দেয়।

এই কারণে আমরা তোমাকে একটি বাক্যের পবিত্র চেহারার কারণে বিশ্বাস করতে বলি না।

আমরা তোমাকে চিন্তা করার জন্য আহ্বান জানাই।

কোন রূপ দেখা যায়?

কোন কার্য এটি মূর্ত করে?

কোন সম্পর্ক এটি স্থাপন করে?

কোন অদৃশ্য বাস্তবতা এটি চিনতে দেয়?

কোন অভিপ্রায় এটিকে নির্দেশ করে?

এটি কার সেবা করে?

টিকে থাকার জন্য এটি কী দাবি করে?

এটি কী ফল উৎপন্ন করে?

এটি কি উৎসের দিকে দরজা খোলে?

নাকি এটি দাবি করে যে রূপটি পূজা করা হোক?

প্রতীক অতিক্রম করার অর্থ বাহ্যিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করা নয়।

একটি বাহ্যিক ক্ষত অদৃশ্য হয় না কারণ আমরা একটি অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি খুঁজে পাই।

একটি যুদ্ধ কল্পনায় পরিণত হয় না কারণ আমরা সেই বিচ্ছেদটি চিন্তা করি যা ভিতরেও দেখা যায়।

একটি রোগ শরীরের অন্তর্গত হওয়া বন্ধ করে না কারণ তার অভিজ্ঞতা চেতনায় একটি প্রশ্ন খোলে।

সেতুটির উভয় তীর প্রয়োজন।

যদি আমরা প্রতীকটি কেবল বাইরে বন্ধ করি, তবে আমরা এর অভ্যন্তরীণ মূল চিনতে পারি না।

যদি আমরা এটি কেবল ভিতরে বন্ধ করি, তবে আমরা এটি শরীর, কাঠামো এবং বাস্তব ফল অস্বীকার করতে ব্যবহার করতে পারি।

সঙ্গতি বিভ্রান্ত না করে একত্রিত করে।

ভিতরে সম্পর্কটি চেনা যায়।

বাইরে এর রূপ উপস্থিত হয়।

উভয়ের মধ্যে, প্রতীকটি পথ খোলা রাখে।

কিন্তু চেতনা অন্য তীরে পৌঁছালে আন্দোলন শেষ হয় না।

যা স্মরণ করা হয়েছে তা অবশ্যই ফিরে আসতে হবে।

চেনা সত্য বাক্য খোঁজে।

বাক্য সিদ্ধান্ত খোঁজে।

সিদ্ধান্ত রূপ খোঁজে।

রূপ সেবা খোঁজে।

সেবা ফল প্রদান করে।

ফল সমগ্রে ফিরে আসে এবং প্রকাশ করে যে সেতুটি সত্যিই অতিক্রম করা হয়েছিল কিনা।

এটি সম্পূর্ণ আন্দোলন:

উৎস → বাক্য → অভিপ্রায় → প্রতীক → রূপ → চেনা → সেবা → ফল → প্রত্যাবর্তন।

উৎস উৎস হিসাবে থাকে।

বাক্য তার অর্থ যোগাযোগ করে।

অভিপ্রায় তার প্রকাশকে নির্দেশ করে।

সঙ্গতি হল সেই সম্পর্ক যা প্রতীকটি অদৃশ্য এবং দৃশ্যমানকে বিভ্রান্ত না করে বহন করে।

প্রতীকটি বাক্য থেকে প্রকাশের দিকে পথ খোলে।

রূপটি এটিকে শরীর এবং সীমা দেয়।

চেতনা অতিক্রম করে।

চেনা দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সেবা প্রকাশ করে যে কাজটি কোথায় পরিচালিত হচ্ছে।

ফল সাক্ষ্য দেয়।

প্রত্যাবর্তন রূপকে যা পেয়েছে তা নিজের করে নেওয়া থেকে মুক্ত করে।

আমরা পাঠ্য তখনই যখন এই সম্পর্কটি কেবল লেখা থাকা বন্ধ করে এবং আমাদের জীবনে পাঠযোগ্য হতে শুরু করে।

চিন্তা লেখে।

শব্দ উচ্চারণ করে।

সিদ্ধান্ত সংগঠিত করে।

হাত মূর্ত করে।

সম্পর্ক প্রকাশ করে।

ফল নিশ্চিত করে বা বিরোধিতা করে।

আমরা প্রতীকটি অতিক্রম করিনি কারণ আমরা এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারি।

আমরা এটি অতিক্রম করেছি যখন ভিতরে স্মরণ করা সম্পর্কটি একটি রূপের মাধ্যমে বাইরে ফিরে আসে যা জীবনের সেবা করে।

এটি প্রথম চাবি:

রূপের পূজা করো না।

এটিকে সেই জিনিসের নীতি হিসেবে গ্রহণ করো না যা এটি কেবল মূর্ত করে।

শব্দে থেমো না।

বার্তাবাহককে বার্তার সাথে বিভ্রান্ত করো না।

সেতুটিকে সিংহাসনে পরিণত করো না।

চিন্তা করো।

অতিক্রম করো।

চিনো।

তুমি মূর্ত করবে যখন যা তুমি অদৃশ্যে দেখেছ তা তোমার কাজে পাঠযোগ্য হতে পারে।

বাক্য খোলে।

প্রতীক একত্রিত করে।

চেতনা অতিক্রম করে।

রূপ সেবা করে।

ফল সাক্ষ্য দেয়।

স্মরণ করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া

যখন তুমি শেখো, তুমি পুনরাবৃত্তি করতে পারো; যখন তুমি স্মরণ করো, তুমি জানো; যখন তুমি চিনতে পারো, তুমি সাড়া দাও।

শেখা হলো জ্ঞানের একটি রূপ গ্রহণ করা।

স্মরণ করা হলো তা অতিক্রম করে সেই সত্যকে খুঁজে পাওয়া যা আর পরকীয়া হিসেবে অনুভূত হয় না।

স্বীকৃতি হলো আবিষ্কার করা যে সেই সত্য তোমার সম্পর্কেও কথা বলে, তোমার জীবনযাপনের পদ্ধতি এবং সেই দায়িত্ব সম্পর্কে যা তোমাকে মূর্ত করতে হবে।

স্মরণ ব্যক্তিগত স্মৃতি নয়। এটি হারিয়ে যাওয়া কোনো দৃশ্য ফিরে পাওয়া নয়, কিংবা এমন কোনো গোপন রহস্য অর্জন করা নয় যা আমাদেরকে তাদের উপরে উন্নীত করে যারা এখনও তা বুঝতে পারেনি।

স্মরণ তখন ঘটে যখন একটি সত্য আমাদের সামনে তথ্য হিসেবে থাকা বন্ধ করে এবং চেতনা থেকে জানা শুরু হয়।

তুমি শিখতে পারো যে সমস্ত জীবন সম্পর্কযুক্ত, এবং তবুও অন্যদেরকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে থাকো।

তুমি একত্ব ব্যাখ্যা করতে পারো এবং তবুও পার্থক্যকে ঘৃণা করতে থাকো।

তুমি ভালোবাসা উচ্চারণ করতে পারো যখন তোমার কাজ ভয় তৈরি করে।

সেসব ক্ষেত্রে, বাক্য মনে পৌঁছেছে, কিন্তু প্রতীক অতিক্রম করেনি।

স্বীকৃতি হলো স্মরণকৃত বিষয়কে গর্ভে, ইচ্ছায়, সম্পর্কে এবং হাতে পৌঁছাতে দেওয়া।

বাক্য মুখে মধুর কারণ এটি সহজে উচ্চারণ করা যায়। এটি গর্ভে তিক্ত হয়ে ওঠে যখন এটি বিশেষাধিকার, মিথ্যা বা সেই পরিচয় ত্যাগ করার দাবি করে যা এর বিরোধিতা করে।

রাজ্যের নাম উচ্চারণ করা মধুর।

সিংহাসন ত্যাগ করা তিক্ত।

সেবার কথা বলা মধুর।

ফলের উপর অধিকার না রেখে প্রদান করা চরিত্রকে বিদীর্ণ করে।

একত্ব ঘোষণা করা মধুর।

অন্যের অনন্য বাস্তবতা শোনা সেই একত্বকে তাকে মুছে ফেলার জন্য ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে।

স্মরণ বলে:

«এটি সত্য»।

স্বীকৃতি উত্তর দেয়:

«এই সত্য যেন আমার মধ্যে একটি অনুরূপ রূপ খুঁজে পায়»।

তখনই মূর্তিকরণ শুরু হয়।

স্মরণ চোখ খোলে।

স্বীকৃতি ইচ্ছাকে নির্দেশ করে।

মূর্তিকরণ দেহ প্রদান করে।

আর ফল প্রকাশ করে যে আমরা যা উচ্চারণ করেছি তা সত্যিই আমাদের মধ্যে হয়ে উঠেছে কিনা।

শ্রুত বাক্য → ধ্যান → স্মরণ → স্বীকৃতি → মূর্তিকরণ → ফল।

আমরা পৃথিবী থেকে পালানোর জন্য স্মরণ করি না।

আমরা স্মরণ করি তাতে ফিরে আসার জন্য, যা আমরা ইতিমধ্যে মিথ্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি তা পুনরুৎপাদন না করে।

যে পৃথিবী আমাদের শেখানো হয়েছিল এবং বিস্মৃতির ম্যাট্রিক্স
কারাগার তখনই তার পূর্ণতা লাভ করে যখন প্রাচীর প্রাচীর বলে মনে হওয়া বন্ধ করে এবং বাস্তবতা নামে অভিহিত হতে শুরু করে।

আমরা এমন এক জগতে জন্মগ্রহণ করি যা ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আমরা এর রূপগুলি দর্শন করার আগেই, আমরা তাদের নাম, তাদের মূল্যবোধ এবং সেই উত্তরগুলি গ্রহণ করি যার মাধ্যমে আমাদের সেগুলি বুঝতে হবে।

আমাদের শেখানো হয় কোথায় সম্পদ, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, জ্ঞান, আরোগ্য, সত্য এবং উপস্থিতি খুঁজতে হবে।

সম্পদ অর্থের মধ্যে জমা করা হয়।

শৃঙ্খলা, সরকারের মধ্যে।

ন্যায়বিচার, মানব আইনে।

জ্ঞান, উপাধি এবং কর্তৃত্বপ্রাপ্ত উত্তরের মধ্যে।

আরোগ্য, সেই প্রতিষ্ঠানে যা পরিচর্যা পরিচালনা করে।

উপস্থিতি, মন্দিরে এবং তাদের মধ্যে যারা নিজেদের এর মধ্যস্থতাকারী বলে ঘোষণা করে।

সত্য, চরিত্রের মতামতে বা বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে যা আমাদের পক্ষে তা

ব্যাখ্যা করার দাবি করে।

মুকুট, বংশপরম্পরা এবং বাহ্যিক অনুষ্ঠানে।

সার্বভৌমত্ব, শাসক এবং রাষ্ট্রগুলিতে।

শাসন, আমাদের উপর, আমাদের ভিতরে থাকার পরিবর্তে।

এইভাবেই প্রতীকের বিপর্যয় শুরু হয়।

যে রূপ একটি কার্য সেবা করার কথা ছিল, তা তার উৎসের স্থান দখল করে নেয়। তারপর এটি মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, এটি ছাড়া, যা সে খোঁজে তা বিদ্যমান নেই বা অর্জন করা যায় না।

মাধ্যম নিজেকে উৎস বলে ঘোষণা করে।

সরঞ্জাম শর্তে পরিণত হয়।

শর্ত নির্ভরতা তৈরি করে।

নির্ভরতা শেষ পর্যন্ত পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করে।

অর্থের এই অন্তর্নিহিত জালকে আমরা নামকরণ করি বিস্মৃতির ম্যাট্রিক্স।

এটি কেবল বাইরে অবস্থিত একটি ব্যবস্থা নয়। এটি হল শেখা মানচিত্র যার মাধ্যমে চরিত্রটি বিশ্বকে ব্যাখ্যা করে, নিজেকে সেই স্থানের মধ্যে চিনে নেয় যা তাকে নির্ধারিত করা হয়েছিল, এবং একই শৃঙ্খলা পুনরুৎপাদন করে এমনকি যখন কেউ দৃশ্যত তাকে বাধ্য করে না।

এর গতি হল:

প্রতীকের বিপর্যয় → উৎসের স্থানচ্যুতি → শেখা অভাব → নির্ভরতা → পরিচয় → অংশগ্রহণ → পুনরাবৃত্তি → বিস্মৃতি।

যখন বিপর্যয় গৃহীত হয়েছে, তখন প্রতিটি ব্যক্তির পিছনে একজন প্রহরীর প্রয়োজন হয় না।

ভয় নজর রাখে।

প্রয়োজন সংশোধন করে।

প্রতিপত্তি প্রলুব্ধ করে।

শাস্তি হুমকি দেয়।

অভ্যাস পুনরাবৃত্তি করে।

অন্তর্ভুক্তি সামঞ্জস্য দাবি করে।

চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত সেই বাস্তবতা হিসাবে রক্ষা করে যা তাকে যা সে তা থেকে পৃথক রাখে।

একটি বাহ্যিক রূপ নির্দেশনা দিতে, যত্ন নিতে, রক্ষা করতে, প্রেরণ করতে বা সেবা করতে পারে; কিন্তু এটি কখনই সেই অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার উৎপত্তি করে না যাকে এটি দেহ প্রদান করে। এটি উৎস নয়, এটি প্রতীকের মালিক নয় এবং একটি কার্য সম্পাদনের জন্য এটি চেতনার উপর সার্বভৌমত্ব দাবি করতে পারে না।

বিপর্যয় শুরু হয় যখন রূপ নিজেকে যা পেয়েছে তার নীতি হিসাবে উপস্থাপন করে, তার কার্যের উপর মালিকানা দাবি করে এবং সেই আত্মসাৎকে জীবনের উপর ক্ষমতায় রূপান্তরিত করে।

এই কারণেই কোনো প্রতিষ্ঠান তার নাম দ্বারা ন্যায়সঙ্গত হয় না।

প্রতিটি রূপকে উপস্থিত হতে হবে:

এটি কার সেবা করে?

টিকে থাকার জন্য এটি কী দাবি করে?

এর ফল কে গ্রহণ করে?

এর মূল্য কে বহন করে?

এটি কি ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয় নাকি নির্ভরতা তৈরি করে?

এটি কি সংশোধন করা যায়?

নাকি এটি সংরক্ষণের জন্য জীবনের অধীনস্থ থাকা প্রয়োজন?

ম্যাট্রিক্স সবকিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, কিন্তু এটি সবকিছুর উৎপত্তি করে না।

এটি ভালোবাসাকে শর্তাধীন করতে পারে, কিন্তু এটি তা সৃষ্টি করেনি।

এটি জল পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু এটি উৎস নয়।

এটি জ্ঞান বন্দী করতে পারে, কিন্তু এটি বোঝার ক্ষমতার উৎপত্তি করেনি।

এটি অভ্যন্তরীণ মুকুটের সামনে একটি বাহ্যিক মুকুট স্থাপন করতে পারে এবং আমি আছি কে ঢেকে দিতে পারে, কিন্তু এটি তা ধ্বংস করতে পারে না।

এটি লক্ষ লক্ষ মানুষকে একই রূপ পূজা করতে শেখাতে পারে এবং সেই মুহূর্ত থেকে, এটিকে আর প্রতিটি আনুগত্য সরাসরি চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। গৃহীত বিপর্যয় কাজটি করে: বন্দী সম্পদ, কর্তৃত্ব, শাসন, সত্য এবং রাজ্য খোঁজে ঠিক সেই রূপগুলির মধ্যে যা তার কার্যগুলিকে বন্দী রাখে।

যারা সেই রূপগুলির উপর আধিপত্য করে তাদের কেবল সেই আখ্যানটি রক্ষা করতে হবে

যা সেগুলিকে উৎস হিসাবে উপস্থাপন করে।

যতক্ষণ না মানুষ শৃঙ্খলা বাক্য → প্রতীক → রূপ স্মরণ না করে, ততক্ষণ সে রূপের প্রবেশাধিকারকে জীবনের প্রবেশাধিকারের সাথে গুলিয়ে ফেলবে এবং তার নির্ভরতার প্রক্রিয়াকে পরিত্রাণ হিসাবে রক্ষা করবে।

যদি ম্যাট্রিক্স সত্যিই সম্পূর্ণ হত, তবে কেউ মূল্য ছাড়া ভালোবাসতে, আধিপত্য ছাড়া যত্ন নিতে, হিসাব ছাড়া ভাগ করে নিতে, নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণ করতে বা স্মরণ করতে পারত না।

কিন্তু স্মরণ ঘটে।

এবং যখন এটি ঘটে, কারাগার আবার দৃশ্যমান হয়।

রূপের সাথে পরিচয়

বিস্মৃতি শুরু হয় যখন আমরা যা কিছুতে বাস করি তা দাবি করে যে আমরা যা কিছু তা-ই।

প্রকাশের জন্য রূপ প্রয়োজন।

দেহ, নাম, ইতিহাস, ভাষা, পরিবার, সম্প্রদায় এবং ক্ষমতাগুলি আমাদের জগতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে।

রূপ বাক্যের শত্রু নয়।

এটি সেই স্থান যেখানে অদৃশ্য উপস্থিতি, সীমা এবং কর্ম গ্রহণ করতে পারে।

বিস্মৃতি তখনই আবির্ভূত হয় যখন আমরা রূপে বাস করা ছেড়ে দিই এবং এর মধ্যে আবদ্ধ হতে শুরু করি।

তখন আমরা বলি:

«আমি কেবল এই দেহ»।

«আমি সেই যা আমার ঘটেছে»।

«আমি আমার পেশা, আমার জাতি, আমার ধর্ম, আমার ক্ষত, আমার সাফল্য বা আমার ব্যর্থতা»।

একটি আংশিক এবং পরিবর্তনশীল বাস্তবতা এভাবে পরম সংজ্ঞায় পরিণত হয়।

একই ঘটনা একটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। এর নিয়মগুলি জীবনের সেবা করা বন্ধ করে দেয় এবং সম্প্রদায় তার নিয়মগুলির সেবা করতে শুরু করে।

একটি মতবাদ তার ভাষাকে সত্যের সাথে গুলিয়ে ফেলে।

একটি প্রতিষ্ঠান তার স্থায়িত্বকে সাধারণ মঙ্গলের সাথে গুলিয়ে ফেলে।

একটি অর্থনীতি তার সংখ্যার বৃদ্ধিকে জীবনের সমৃদ্ধির সাথে গুলিয়ে ফেলে।

একটি পরিচয় তার সীমানাকে সত্তার সাথে গুলিয়ে ফেলে।

রূপ তখন কারাগারে পরিণত হয় যখন এটি দাবি করে যে আমরা যা কিছু তা তার সীমার মধ্যে থাকবে।

এটি তখন মূর্তিতে পরিণত হয় যখন এটি উৎসকে দাবি করে।

এবং এটি তখন পশুতে পরিণত হয় যখন এটি তার আধিপত্য রক্ষার জন্য জীবনকে গ্রাস করার প্রয়োজন করে।

অসঙ্গতি মানে দেহ ধ্বংস করা, পরিচয় মুছে ফেলা, ইতিহাস অস্বীকার করা বা দায়িত্ব ত্যাগ করা নয়।

এর অর্থ প্রতিটি রূপকে তার পরিমাপে ফিরিয়ে দেওয়া।

তোমার নাম তোমাকে আলাদা করে, কিন্তু তোমাকে উৎপন্ন করে না।

তোমার ইতিহাস তোমাকে গঠন করেছে, কিন্তু এটি তোমার সমগ্র ভবিষ্যৎ ধারণ করে না।

তোমার ক্ষতের সত্য এবং যত্ন প্রয়োজন, কিন্তু এটি সিংহাসন দখল করা উচিত নয়।

তোমার সম্প্রদায় বাসস্থান দিতে পারে, কিন্তু নিজেকে উৎস ঘোষণা করতে পারে না।

উপস্থিতি রূপকে বিলুপ্ত করে না।

এটি এটিকে খুলে দেয়।

এবং যখন রূপ নিজের উপর বন্ধ হওয়া বন্ধ করে দেয়, তখন এটি আবার প্রতীক, যন্ত্র এবং সেবা হতে পারে।

চরিত্র এবং তার অহং

চরিত্রটি বাক্যে মুখ দেয়; অহংকার শুরু হয় যখন সেই মুখ সিংহাসন দখলের দাবি করে।

চরিত্র হলো সেই পরিচয়, যার মাধ্যমে আমরা জগতে কাজ করি।

তার নাম, দেহ, স্মৃতি, ক্ষমতা, ক্ষত, সম্পর্ক এবং দায়িত্ব রয়েছে।

এটি কোনো মিথ্যা নয়, যা বিনাশ করতে হবে।

এটি একটি প্রয়োজনীয় রূপ, যা মূর্ত করার জন্য।

অহং হলো সেই গতি, যার মাধ্যমে সেই রূপ নিজেকে সবকিছুর কেন্দ্র, উৎস এবং পরিমাপ হিসেবে ঘোষণা করে।

প্রতিটি বাস্তবতার সামনে সে প্রশ্ন করে:

«আমি কী পাই?»।

«আমি কী হারাই?»।

«এটি কীভাবে আমার পরিচয় রক্ষা করে?»।

«এটি কীভাবে আমার নামকে মহিমান্বিত করে?»।

দেহের যত্ন নেওয়া অহং নয়।

বিশ্রাম, আনন্দ, সৃষ্টি, সীমা নির্ধারণ এবং নিজের অখণ্ডতা রক্ষা করা স্বার্থপরতা নয়।

অহং তখনই প্রকাশ পায়, যখন প্রতিটি ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে চরিত্রের একান্ত সেবায় নিয়োজিত হয়:

আমার নিরাপত্তা।

আমার সম্পদ।

আমার স্থিতিশীলতা,

আমার স্বীকৃতি।

আমার সত্য।

আমার শান্তি।

আমার রুটিন।আমার আরাম।

এমনকি সেবাও অহং-এর খাদ্য হয়ে উঠতে পারে।

আমি শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করার জন্য সাহায্য করতে পারি।

আমি প্রকাশক হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য বাক্য সম্পর্কে কথা বলতে পারি।

আমি স্বাক্ষর ছাড়া নিজেকে উপস্থাপন করতে পারি এবং নামহীনতার চারপাশে আরও বড় মহত্ত্ব গড়ে তুলতে পারি।

আমি ভাইদের উপরে নিজেকে তুলে ধরার সময় একতা উচ্চারণ করতে পারি।

আমি মেষশাবকের মতো কথা বলতে পারি এবং পশুর কর্তৃত্ব কামনা করতে পারি।

এই কারণে চরিত্রকে প্রথমে বেদির সামনে উপস্থিত হতে হবে।

ধ্বংস হওয়ার জন্য নয়।

সিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

চরিত্রের প্রতি মৃত্যু মানে তার সেই দাবির অবসান ঘটানো, যে সে সম্পূর্ণতা। এর অর্থ দেহের ক্ষতি করা, ব্যক্তিত্ব মুছে ফেলা, স্নেহ অস্বীকার করা বা দায়িত্ব পরিত্যাগ করা নয়।

যখন চরিত্র তার নিজের স্থানে ফিরে আসে, তখন তার সমস্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার হয়।

মন বিবেচনা করে।

কণ্ঠস্বর যোগাযোগ করে।

দেহ মূর্ত করে।

হাত সেবা করে।

স্বতন্ত্রতা সেই জিনিসটি সম্পূর্ণকে প্রদান করে, যা কেবল সে-ই সেইভাবে প্রকাশ করতে পারত।

চরিত্র বিলুপ্ত হয় না।

সে সেই বিষয়ে শাসন করা বন্ধ করে দেয়, যা সে কখনও সৃষ্টি করেনি।

আমি থেকে জন্ম নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি

জানালা আলোর সাক্ষ্য দিতে পারে, দাবি না করে যে তার কাঠামোতে সমগ্র স্বর্গ ধারণ করে।

প্রতিটি চরিত্র একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন করে।

দেহ, যুগ, সংস্কৃতি, ভাষা, স্মৃতি, জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্ষত — এই সবই অংশ নেয় যা সে দেখতে পারে এবং যেভাবে তা ব্যাখ্যা করে।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নিজ নিজ পরিমাপে সত্য সাক্ষ্য উচ্চারিত হতে পারে:

«আমি এটি অনুভব করেছি»।

«আমি এটি পর্যবেক্ষণ করি»।

«আমি আমার স্থান থেকে এটি বুঝি»।

বিশেষ অভিজ্ঞতা শোনার যোগ্য। এটি বাস্তব হতে থেমে যায় না কারণ এটি সর্বজনীন নয়।

কিন্তু একটি সাক্ষ্যের মধ্যে নিহিত সত্য তা উচ্চারণকারী চরিত্র থেকে জন্ম নেয় না। চরিত্র দেয় দৃষ্টিকোণ, ভাষা এবং রূপ; ঘটনার সাথে এবং বাক্যের সাথে সঙ্গতি — এটিই তার কথাকে সত্য করে তোলে।

বিপর্যয় শুরু হয় যখন চরিত্র তার দৃষ্টিকোণকে সম্পূর্ণ সত্য বলে ডাকে এবং সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে যা তার মধ্যে স্থান পায় না।

আমাদের অবশ্যই সত্যকে সত্য সম্পর্কে আমাদের বিবৃতি থেকে পৃথক করতে হবে।

সত্য চরিত্রের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য পরিবর্তিত হয় না।

মানুষের বাক্য অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট বা মিথ্যা হতে পারে।

আমাদের বোধগম্যতা প্রসারিত হতে পারে।

আমাদের প্রকাশ সংশোধিত হতে পারে।

যে প্রতীক দ্বারা আমরা যোগাযোগ করি তা এমন একটি গভীরতা খুলতে পারে যা আমরা আগে স্বীকার করিনি।

কিন্তু যা সত্যই সত্য হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে তা পরে তার বিপরীতে পরিণত হয় না।

যদি একটি বিবৃতি সত্য থেকে মিথ্যায় পরিবর্তিত হয়, তবে সত্য পরিবর্তিত হয়নি: একটি ব্যাখ্যা পড়ে গেছে যা আমরা এর সাথে গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

এই কারণে বলা যে «এটি আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল» বিবেচনা বন্ধ করে দেয় না।

এটি শুরু করে।

আমি সত্যিই কী দর্শন করেছি?

চরিত্রটি কোন ব্যাখ্যা যোগ করেছে?

কোন ইচ্ছা মিশে যেতে পারে?

কোন ঘটনাকে আমার সম্মান করা উচিত?

কোন কণ্ঠস্বর আমি শুনিনি?

আমার বিবৃতি কী ফল উৎপন্ন করে?

সত্যের রক্ষার জন্য চরিত্রের নিজেকে অমোঘ ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই।

যখন আমাদের বাক্য সংশোধিত হয়, তখন এটি স্থির থাকে।

যে তার জানালাকে সূর্যের সাথে গুলিয়ে ফেলে সে আলোকে মহান করে না।

সে পথ বন্ধ করে দেয়।

বিচ্ছিন্ন চেতনা

তরঙ্গ তার রূপ দেখে এবং মনে করে সে আর জল নেই।

বিচ্ছিন্ন চেতনা তখনই আবির্ভূত হয় যখন চেতনা সম্পূর্ণরূপে চরিত্রের

দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

সবকিছু আত্মা থেকে এবং আত্মার জন্য বিবেচিত হয়:

এতে আমার কী লাভ?

এতে আমার কী ক্ষতি?

আমি কী অধিকার করতে পারি?

কী আমার পরিচয়কে হুমকির মুখে ফেলে?

এটি সমগ্রের বাইরে জন্ম নেওয়া কোনো দ্বিতীয় চেতনা নয়।

এটি সেই চেতনা যা নিজেকে এমন একটি রূপ থেকে অনুভব করছে যা অন্যদের সাথে তার সম্পর্ক ভুলে গেছে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে বিশ্বাস করে।

একটি ঢেউ দেখো।

তার নিজস্ব আকার, গতি, শক্তি এবং স্থায়িত্ব রয়েছে। এটি অন্যান্য ঢেউ থেকে পৃথক করা যায় এবং কোনোটি তার স্থানটি ঠিকভাবে দখল করে না।

কিন্তু এটি কখনোই জল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।

স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান।

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা নেই।

বিচ্ছিন্ন চেতনা পার্থক্যকে বিচ্ছিন্নতার সাথে এবং স্বাধীনতাকে আত্মনির্ভরতার সাথে গুলিয়ে ফেলে।

এটি প্রাপ্ত ভাষা, খাদ্য, জল, যত্ন, মাটি, জ্ঞান এবং সেই সম্পর্কগুলি ভুলে যায় যা তার রূপকে সম্ভব করেছিল।

তারপর যা সে নিজে কখনো সৃষ্টি করেনি তাকে «আমার» বলে ডাকে।

সেই সংকোচন থেকে অন্যের প্রতি শত্রু, পণ্য, হাতিয়ার বা সংখ্যা হিসেবে আচরণ করার সম্ভাবনার জন্ম হয়।

শুধুমাত্র যখন আমি অন্য রূপে জীবনকে চিনতে থামি, তখনই আমি নিজের জন্য এমন মর্যাদা দাবি করতে পারি যা আমি তাকে অস্বীকার করি।

উপস্থিতি ঢেউকে মুছে দেয় না।

এটি তাকে জল স্মরণ করতে দেয়।

তুমি তুমি হওয়া বন্ধ করো না।

তুমি বিশ্বাস করা বন্ধ করো যে তুমি যা কিছু, তা তোমার চরিত্রের সীমানায় শেষ হয়ে যায়।

এবং যখন সেই বিচ্ছিন্নতা পতিত হয়, তখন ঐক্য তোমাকে অন্যের উপর ক্ষমতা দেয় না।

এটি তোমাকে তার প্রতি দায়িত্ব ফিরিয়ে দেয়।

ফল এবং স্মরণের প্রয়োজনীয়তা

মূল লুকানো থাকে; ফল তা প্রকাশ করে।

স্মৃতি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে যখন ফলগুলি নামগুলির সাথে বিরোধ করে।

টাকা থাকতে কেন দারিদ্র্য আছে?

ঔষধ থাকতে কেন এত মানুষ যত্নহীন থাকে?

এত তথ্য সঞ্চয় করেও কেন উত্তরের অভাব?

এত জ্ঞান থাকতেও কেন আমরা সত্য থেকে দূরে থাকি?

সরকার, কর্তৃপক্ষ ও আইন থাকতেও কেন যুদ্ধ চলতে থাকে?

এত ধর্ম ও মন্দির থাকতেও কেন আমরা ঈশ্বরকে অনুপস্থিত বলে খুঁজি?

রূপগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু যে কার্যাবলী সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলি বন্দী হয়ে রয়েছে।

টাকা সম্পদের উৎপত্তি করেনি।

ঔষধ যত্ন নেওয়ার ক্ষমতার উৎপত্তি করেনি।

বিজ্ঞান সত্যের উৎপত্তি করেনি।

সরকার শৃঙ্খলার উৎপত্তি করেনি।

ধর্ম উপস্থিতির উৎপত্তি করেনি।

শিক্ষা বুঝতে পারার ক্ষমতার উৎপত্তি করেনি।

যখন একটি রূপ উৎসের স্থান দখল করে, তখন তার আকার, কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে পারে, অথচ তার নাম যা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ক্রমাগত অনুপস্থিত থাকতে পারে।

সেজন্য মাপকাঠি নাম নয়।

মাপকাঠি ফল।

এই বেদিকেও উপস্থিত হতে হবে।

সে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে পারে এবং প্রথম প্রেম হারিয়ে ফেলতে পারে।

সে চাপ সহ্য করতে পারে ভয়ের কাছে তার বিশ্বস্ততা বিক্রি না করেই।

সে সত্য বাক্যগুলি সংরক্ষণ করতে পারে, অথচ গোপনে যা নিন্দা করে তার সাথে চুক্তি করতে পারে।

সে সেবার কাজগুলি বহুগুণ বাড়াতে পারে এবং ভিতরে একটি প্রভুত্বকারী কণ্ঠস্বর সহ্য করতে পারে।

সে জীবিত থাকার সুনাম রাখতে পারে, অথচ তার উপস্থিতি নিভে গেছে।

সে বাইরে থেকে সামান্য শক্তি রাখতে পারে, এবং তবুও একটি সত্য দরজা খোলা রাখতে পারে।

সে নিজেকে ধনী, পরিপূর্ণ ও জাগ্রত ঘোষণা করতে পারে, অথচ তার আত্মনির্ভরতা বাক্যকে বাইরে অপেক্ষায় রাখে।

এই সাতটি আয়না অন্যদের শ্রেণীবদ্ধ করে না।

এগুলি একই ব্যক্তি, একটি সম্প্রদায় এবং এই কার্যকে পর্যবেক্ষণ করে।

এগুলি জিজ্ঞাসা করে যে প্রেম কি এখনও কাজের উৎস; ভয় এলে বিশ্বস্ততা কি থাকে; বিবেক কি ভিতরে যা ঘটে তাও পরীক্ষা করে; সেবা কি অখণ্ডতা সংরক্ষণ করে; সুনাম কি বর্তমান জীবনের সাথে মিলে যায়; অধ্যবসায় কি বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভর করে; এবং আত্মসমর্পণ কি সম্পূর্ণ নাকি কেবল পবিত্র ভাষা সংরক্ষণ করে।

পথটি হল:

প্রেম → বিশ্বস্ততা → বিবেক → অখণ্ডতা → জাগ্রততা → অধ্যবসায় → আত্মসমর্পণ।

অহংকারের বাক্য নিজেকে চাপিয়ে দিতে চায়।

বাক্যের বাক্য চিন্তা করা যায়।

অহংকারের বাক্য অনুসারী তৈরি করে।

বাক্যের বাক্য দায়িত্বশীল বিবেক জাগ্রত করে।

অহংকারের বাক্য ভয়, অপরাধবোধ বা শ্রেষ্ঠত্ব ব্যবহার করে।

বাক্যের বাক্য বুঝতে, বেছে নিতে, সেবা করতে ও মেরামত করার ক্ষমতা ফিরিয়ে

দেয়।

ভাল নামে ডাকা একটি অভিপ্রায় তার পরিণতি শোনা থেকে অব্যাহতি পায় না।

একটি বিচ্ছিন্ন ক্ষতি সীমাবদ্ধতা বা ভুল থেকে আসতে পারে।

একটি ক্রমাগত ক্ষতি রূপটিকে আরও গভীরভাবে চিন্তা করার দাবি করে।

এটি কি সংশোধনযোগ্য দুর্ঘটনা?

এটি কি কার্যের বিচ্যুতি?

নাকি কাঠামোটির টিকে থাকার জন্য সেই ক্ষতি উৎপাদন করা প্রয়োজন?

স্মৃতি শুরু হয় যখন আমরা নামের প্রতিপত্তি দিয়ে ফলকে ন্যায্যতা দেওয়া বন্ধ করি।

তাদের ফলে আমরা মূলকে চিনতে পারব।

সংকীর্ণ দরজা

ব্যক্তিকে বাদ দেয় না; যা সিংহাসন ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তার পথ রোধ করে।

দ্বারটি সংকীর্ণ, চিঠিপত্রের দ্বারা।

একটি চাবি জোর করে খোলে না। এটি খোলে কারণ তার আকৃতি তালার সাথে মিলে যায়।

বিচ্ছেদ তার পরম স্বাধীনতার দাবি রক্ষা করে ঐক্যে প্রবেশ করতে পারে না।

মিথ্যা সত্যে প্রবেশ করতে পারে না উন্মুক্ত না হয়ে।

আধিপত্যের ইচ্ছা রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না সেই মিথ্যা মুকুট বহন করে যা দিয়ে সে অন্য জীবনের উপর শাসন করতে চেয়েছিল।

সে দ্বারের সামনে যা রেখে যায় তা অন্তরের মুকুট নয়, বরং তার উল্টো। সংকীর্ণ দ্বারটি বাহ্যিক বিশেষাধিকার সরিয়ে দেয় এবং সেই রাজ্যাভিষেক খুলে দেয় যা প্রতিটি চেতনাকে তার নিজের আকৃতির উপর কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেয়।

দ্বারটি চরিত্রকে ধ্বংস করার দাবি করে না।

এটি দাবি করে যে সে নিজেকে সম্পূর্ণতা ঘোষণা করা বন্ধ করুক।

এটি তোমাকে শরীর, নাম, বন্ধন বা দায়িত্ব ত্যাগ করতে বলে না।

এটি তোমাকে সেই জিনিস ছাড়তে বলে যা তুমি তাদের দিয়ে তৈরি করেছিলে নিজেকে তোমার ভাইদের উপরে স্থাপন করার জন্য।

তুমি সত্যের একমাত্র মালিক বলে নিজেকে ঘোষণা করে অতিক্রম করতে পারো না।

তুমি নির্বাচিত হয়ে অতিক্রম করতে পারো না যার সামনে অন্যরা নত হতে বাধ্য।

তুমি অতিক্রম করতে পারো না যতক্ষণ না তোমার মিশন নিশ্চিত করতে আনুগত্যের প্রয়োজন হয়।

তুমি সেই ক্ষতি বহন করে অতিক্রম করতে পারো না যা তুমি স্বীকার ও মেরামত করতে অস্বীকার করছ।

দ্বারের পরিমাপ হল মেষশাবক: একটি শক্তি যা বিশ্বস্ত থাকে ভক্ষণকারীর রূপ না নিয়ে।

অতিক্রম করার জন্য:

তুমি মিথ্যা সম্পূর্ণতা থেকে শূন্য হও।

তুমি উপস্থিতিতে প্রবেশ কর।

তুমি সেই জিনিস স্মরণ কর যা তোমার আগে ছিল।

তুমি সেই জীবনকে নিজের মধ্যে এবং অন্যের মধ্যে স্বীকার কর।

তুমি ইচ্ছাকে সেবার কাছে সমর্পণ কর।

তুমি একটি কাজের মাধ্যমে মূর্ত কর।

তুমি ফল শোন।

দ্বারটি জিজ্ঞাসা করে না তুমি কী উপাধি নিয়ে এসেছ।

এটি জিজ্ঞাসা করে তুমি কী আধিপত্য ছাড়তে প্রস্তুত।

নীরবতা ও শূন্যতা

নীরবতা শব্দ সরিয়ে নেয়; শূন্যতা সেই জিনিসের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় যা তখনও প্রবেশ করতে পারেনি।

নীরবতা চিন্তাকে ধ্বংস করার বিষয় নয়।

এটি চরিত্রের ভেতরে আবির্ভূত প্রতিটি কণ্ঠস্বরকে তাৎক্ষণিকভাবে মেনে চলা বন্ধ করার বিষয়।

«আমি চাই»।

«আমি ভয় পাই»।

«আমার জয় করা দরকার»।

«আমার সঠিক হতে হবে»।

«আমি স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য»।

আমরা সেই কণ্ঠস্বরগুলোকে অস্বীকার করি না।

আমরা সিংহাসন তাদের হাতে না দিয়ে সেগুলোকে চিন্তা করি।

নীরবতা সেন্সরশিপ, আত্মসমর্পণ বা উত্তরের অনুপস্থিতিও নয়। ক্ষমতার অধিকারী কর্তৃক আরোপিত নীরবতা সত্য উচ্চারিত হতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। রাজ্যের নীরবতা শ্রবণের সুযোগ খুলে দেয় যাতে আহত কণ্ঠস্বরও বেদিতে প্রবেশ করতে পারে।

এটি আর্তনাদ মুছে দেয় না।

এটি তা গ্রহণ করে।

এটি বিচার বাতিল করে না।

এটি প্রতিশোধের হাতে তা ধারণ করা থেকে বিরত রাখে।

এটি বাক্যকে বিলুপ্ত করে না।

উচ্চারিত হওয়ার আগে এটিকে তার উৎসে ফিরিয়ে দেয়।

যখন শব্দ পুরো ঘরটি দখল করা বন্ধ করে দেয়, তখন শূন্যতা আবির্ভূত হয়।

শূন্যতা অস্তিত্বহীনতা, সত্তার বিলোপ, পরিচয়ের ক্ষতি বা অভ্যন্তরীণ মৃত্যু নয়।

এটি প্রাপ্তিসাধ্যতা।

এটি সেই মাটি যা খোলা থাকে যখন আমরা প্রতিটি প্রশ্নকে পরিচিত উত্তর দিয়ে পূর্ণ করি না।

এটি সেই বিরতি যেখানে একটি প্রতিক্রিয়া পছন্দে রূপান্তরিত হতে পারে।

এটি সেই পাত্র যা নিজে নিজে পূর্ণ থাকা বন্ধ করে দেয়।

শূন্য হওয়া স্মৃতি, অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানকে অস্বীকার করা বোঝায় না। এর অর্থ হল সেগুলোকে উপস্থিত হতে দেওয়া, যা বোঝা যাবে তা আগে থেকে শাসন না করে।

শূন্যতায় আমরা বলতে পারি:

«এটি আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি তা চিন্তা করতে প্রস্তুত»।

«এটি আমি অনুভব করি, কিন্তু আমি আমার আবেগকে চূড়ান্ত প্রমাণে পরিণত করব না»।

«এটি আমি ছিলাম, কিন্তু আমি বর্তমান জীবনকে সেই চামড়ার ভেতরে থাকতে বাধ্য

করব না»।

«এটি আমি এখনও জানি না»।

শূন্যতা সেই জরুরিতার থেকে রক্ষা করে যা ইচ্ছাকে প্রকাশ, কাকতালীয়কে চিহ্ন এবং নিজের উত্তর পাওয়ার প্রয়োজনকে আদেশ বলে ডাকে।

কিছু মোহর আছে যা বলপ্রয়োগে খোলে না।

নীরবতা তালা শুনতে দেয়।

শূন্যতা মিথ্যা চাবি তৈরি করা থেকে বিরত রাখে।

শব্দ → নীরবতা → স্থান → শূন্যতা → প্রাপ্তিসাধ্যতা।

নীরবতা তোমার কণ্ঠস্বর কেড়ে নেয় না।

এটি তা পরিষ্কার করে ফিরিয়ে দেয়।

শূন্যতা তোমার সত্তা কেড়ে নেয় না।

এটি তার জন্য স্থান ফিরিয়ে দেয়।

উপস্থিতি

রূপটি স্থির থাকে, কিন্তু সিংহাসন থেকে দেখা বন্ধ করে দেয়।

নিঃশব্দতা থেকে জন্ম নেওয়া শূন্যতায় উপস্থিতি ঘটে।

মনোযোগ কিছু দেখে।

উপস্থিতি আরও চিন্তা করে কে দেখছে, কোথা থেকে দেখছে এবং কোন উদ্দেশ্য তার দৃষ্টিকে পরিচালিত করছে।

এটি শোনা, সাথে সাথে কোনো প্রতিরক্ষা প্রস্তুত না করে।

অনুভব করা, প্রতিটি আবেগকে আদেশে রূপান্তর না করে।

চিন্তা করা, প্রতিটি চিন্তার সাথে নিজেকে যুক্ত না করে।

দর্শন করা, বাস্তবতাকে আমরা যা ইতিমধ্যে বিশ্বাস করতাম তা নিশ্চিত করতে বাধ্য না করে।

উপস্থিতিতে, চরিত্রটি অদৃশ্য হয় না।

সে সিংহাসন ছেড়ে দেয়।

এটিই চরিত্রের প্রতি মৃত্যু: তার সম্পূর্ণতা এবং উৎস হওয়ার দাবির অবসান ঘটানো। এর অর্থ শরীরকে ক্ষতি করা, পরিচয় মুছে ফেলা, দায়িত্ব ত্যাগ করা বা

স্বতন্ত্রতা হারানো নয়।

উপস্থিতি কাউকে নির্ভুলও করে না।

আমরা সতর্ক থাকতে পারি এবং তবুও ভুল ব্যাখ্যা করতে পারি।

আমরা একটি সত্য সম্পর্ক পেতে পারি এবং তা অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারি।

আমরা একটি প্রতীক খুলতে পারি এবং যে কাজটি প্রয়োজন তা সম্পর্কে ভুল করতে পারি।

সেজন্য উপস্থিতি বেদি খোলে, কিন্তু বিবেচনাকে প্রতিস্থাপন করে না।

উপস্থিতিতে আমরা স্বীকার করি:

চিন্তা আবির্ভূত হয়, কিন্তু আমরা যা তা নয়।

আবেগ আবির্ভূত হয়, কিন্তু তা নিজে থেকে শাসন করে না।

চরিত্র আবির্ভূত হয়, কিন্তু তা উৎস নয়।

অন্য ব্যক্তি এমন একটি বাস্তবতা নিয়ে আবির্ভূত হয় যা আমাদের মধ্যে জন্ম নেয়নি এবং তা শোনা উচিত।

উপস্থিতি প্রতিটি ক্ষমতাকে তার কার্যে ফিরিয়ে দেয়।

যুক্তি শরীরকে অবজ্ঞা না করে বোঝে।

আবেগ সমগ্র রাজ্য দখল না করে জানায়।

ইচ্ছা নিজেকে পরম ঘোষণা না করে কাজ করে।

স্মৃতি বর্তমানকে আটকে না রেখে পথ দেখায়।

শরীর আমরা যা মূর্ত করতে চাই তাকে সীমা এবং বাস্তবতা প্রদান করে।

এখানেই প্রকৃত অভ্যন্তরীণ শাসন শুরু হয়:

যখন একটি অংশ অন্যদের উপর আধিপত্য করে না, বরং যখন সবাই কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরতে ফিরে আসে।

সময়: ক্রোনস এবং কাইরোস

ক্রোনোস পথ মাপে; কাইরোস মুহূর্তকে চিনে নেয়। বিনিয়োগ শুরু হয় যখন মাপ সিংহাসন দখল করে।

ক্রোনস হলো পরিমাপযোগ্য সময়: স্থিতিকাল, ক্রম, ঘণ্টা, তারিখ, বয়স, মেয়াদ

এবং পঞ্জিকা।

কাইরোস হলো সঙ্গতিপূর্ণ সময়: উপযুক্ত, পরিপক্ব এবং সত্য মুহূর্ত যাতে কিছু ঘটতে পারে বা ঘটতে বাধ্য।

তারা শত্রু নয়।

বীজের পরিপক্বতার জন্য ক্রোনস প্রয়োজন।

কাইরোস হলো সেই মুহূর্ত যখন আবরণ খোলা যেতে পারে।

ক্রোনস পথ অতিক্রম করতে দেয়।

কাইরোস দরজা চিনতে পারে।

ম্যাট্রিক্স সময়কে উল্টে দেয় যখন সে তার সমস্ত বাস্তবতাকে পরিমাপে জমা করে এবং মানুষকে শেখায় যে ঘড়ি যা নির্দেশ করে তার মধ্যে নিজেকে চিনতে।

ঘণ্টা পথ দেখানো বন্ধ করে শাসন করতে শুরু করে।

পঞ্জিকা স্মরণ করানো বন্ধ করে নির্দেশ দিতে শুরু করে।

রুটিন ধরে রাখা বন্ধ করে পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করে।

মেয়াদ সমন্বয় করা বন্ধ করে হুমকি দিতে শুরু করে।

বয়স একটি পর্যায়ের নাম বলা বন্ধ করে একটি শাস্তি চাপিয়ে দিতে শুরু করে।

তখন ব্যক্তি এমন এক সময়ের সামনে উপস্থিত হয় যা তাকে ক্রমাগত অভিযুক্ত করে:

«তুমি দেরি করেছ»।

«তোমার এখন হওয়া উচিত ছিল»।

«তুমি যথেষ্ট উৎপাদন করোনি»।

«তুমি এখনও বিশ্রামের যোগ্য নও»।

«আগামীকাল তুমি বাঁচতে শুরু করবে»।

অতীত যা ইতিমধ্যে ঘটেছে তা দাবি করে।

ভবিষ্যৎ যা এখনও নেই তা দাবি করে।

বর্তমান দুটি অনুপস্থিতির মধ্যে একটি করিডোরে পরিণত হয়।

উদ্বেগ এমন একটি পরীক্ষা আগে থেকেই বাঁচার চেষ্টা করে যা এখনও আসেনি। অপরাধবোধ এমন একটি মুহূর্তের আনুগত্য করতে থাকে যা ইতিমধ্যে চলে গেছে। তাড়াহুড়ো বর্তমানকে উৎসর্গ করে আরেকটি মুহূর্ত অর্জনের জন্য যা-ও উৎসর্গ করা হবে।

পরিমাপ → মেয়াদ → চাপ → ত্বরণ → খণ্ডিতকরণ → অনুপস্থিতি।

ঘড়ি নিজে থেকে অসুস্থ করে না। কিন্তু অনমনীয় সময়সূচী, নিরন্তর হুমকি, অপর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং নিজের ছন্দে অংশগ্রহণের অভাবের অধীন একটি জীবন উদ্বেগ, ক্লান্তি এবং শারীরিক ক্ষতিতে ভুগতে পারে।

পরিমাপ ভুলে গেছে যে তার কী সেবা করা উচিত ছিল।

কিন্তু কাইরোস মানে এই নয় যে শুধু যখন ইচ্ছে হয় তখনই কাজ করা।

এটা খেয়ালখুশি, পরিত্যাগ বা দেওয়া বাক্যের অমান্য নয়।

কখনও কখনও কাইরোস বলে:

«অপেক্ষা কর; এখনও পরিপক্ব হয়নি»।

কখনও কখনও বলে:

«বিশ্রাম কর; একটি ভাঙা রূপ সেবা করতে পারে না»।

কখনও কখনও বলে:

«উঠো; ভয় তার বিলম্বকে বিচক্ষণতা বলছে»।

কখনও কখনও বলে:

«থেকো; আরেকটি জীবন সেই অঙ্গীকারে বিশ্বাস করেছিল যা তুমি গ্রহণ করেছ»।

চেতনার সাথে নির্বাচিত দায়িত্ব দাসত্ব নয়।

রাজ্যে, কেউ অন্যের সময়ের মালিক নয়; কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তি ধারাবাহিকতা, যত্ন এবং উপস্থিতি দিতে পারে কারণ সে একটি প্রয়োজন চিনেছে এবং তা সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্রাম সেই ব্যক্তির জন্য পুরস্কার নয় যে ইতিমধ্যে যথেষ্ট উৎপাদন করেছে।

এটা শৃঙ্খলার অংশ।

সময় জীবনের জন্য তৈরি হয়েছিল; জীবন সময়ের জন্য তৈরি হয়নি।

রাজ্যে পরিমাপ থাকতে পারে, কিন্তু ঘণ্টার মালিক নয়।

সমন্বয় থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় নয়।

ছন্দ থাকতে পারে, কিন্তু এমন একটি যন্ত্র নয় যার সামনে জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে।

অপেক্ষা থাকতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যে চেনা সত্যের চিরস্থায়ী স্থগিতাদেশ

নয়।

কাজ কেনা আনুগত্য হওয়া বন্ধ করে আবার সেবায় পরিণত হয়: প্রয়োজনের সাথে মিলিত ক্ষমতা।

ক্রোনস দেয়ালে ফিরে যায়।

কাইরোস দরজা খোলে।

আর অনন্তকালকে আর অসীম সংখ্যক ঘণ্টা হিসেবে কল্পনা করা হয় না: তা পূর্ণ উপস্থিতি হিসেবে চেনা যায়, যেখানে জীবন আর স্থগিত থাকে না।

চেতনা

চেতনা চরিত্রের ভিতরে আবির্ভূত হয় না; চরিত্রটি চেতনার ভিতরে আবির্ভূত হয়।

চেতনা শুরু হয় না যখন আমরা উপস্থিতিতে প্রবেশ করি।

তা আগে থেকেই ছিল।

উৎপত্তিতে দুটি পৃথক চেতনা নেই। একই চেতনা রয়েছে বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং অনুভব করছে।

উৎপত্তিতে তা এক।

দৃষ্টিভঙ্গিতে তা বহু।

প্রতিটি রূপ একটি অনন্য শরীর, স্মৃতি, ইন্দ্রিয় এবং ইতিহাসের মাধ্যমে জগৎ গ্রহণ করে।

এর অর্থ এই নয় যে সকলের মধ্যে বিতরণ করা একটি একক ব্যক্তিগত মন রয়েছে। আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিন্তা, স্মৃতি, জ্ঞান বা উপলব্ধি ভাগ করি না।

চেতনার একতা তার জানালাগুলির স্বতন্ত্রতাকে মুছে দেয় না।

এখন পর্যন্ত আমরা বলতাম:

«আমার শরীর»।

«আমার ইতিহাস»।

«আমার চিন্তা»।

«আমার স্মৃতি»।

«আমার চেতনা»।

কিন্তু শরীর, ইতিহাস, চিন্তা, আবেগ এবং স্মৃতি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

এমনকি যে চরিত্রটি «আমি» বলে, তাকেও দেখা যেতে পারে যখন সে ইচ্ছা করে, ভয় পায়, স্মরণ করে বা আত্মরক্ষা করে।

যদি চরিত্রটি পর্যবেক্ষণ করা যায়, তবে তা পর্যবেক্ষককে শেষ করতে পারে না।

চেতনা চরিত্রের ভিতরে রাখা একটি সম্পত্তি নয়।

চরিত্রটি একটি রূপ যা চেতনার ভিতরে আবির্ভূত হয়।

থামো।

শরীর অনুভব করো।

একটি সংবেদন পর্যবেক্ষণ করো।

একটি চিন্তা লক্ষ্য করো যখন তা আবির্ভূত হয়।

তোমার নাম উঠতে দাও এবং এর সাথে যা কিছু আসে তা দর্শন করো।

অন্তরে বলো:

«এটি আবির্ভূত হয়»।

চেতনা কী তা এখনই সিদ্ধান্তে পৌঁছো না।

প্রথমে স্বীকার করো যে কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয়বস্তু সেই ক্ষমতাকে শেষ করে না যেখানে তা আবির্ভূত হয়।

এরপর অন্য একজন ব্যক্তিকে দর্শন করো।

তুমি তার স্মৃতিতে প্রবেশ করতে পারো না বা তাকে শোনা ছাড়া জানতে পারো না। তার দৃষ্টিভঙ্গি তোমার নয়। কিন্তু তুমি তার মধ্যে একটি জীবন চিনতে পারো যা অভিজ্ঞতা, বেদনা, পছন্দ এবং প্রতিক্রিয়ায় সক্ষম।

দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ভিন্ন।

মর্যাদা নির্ভর করে না যে তারা অভিন্ন কিনা।

পার্থক্য উৎপত্তির বিচ্ছেদ প্রমাণ করে না।

চেতনা প্রকাশের স্থান খুলে দেয়, কিন্তু চরিত্রকে সমস্ত জ্ঞানের মালিক করে তোলে না।

যদি একতা তোমাকে বিশ্বাস করায় যে তাকে না শুনেই তুমি অন্যকে জানো, তবে অহং তা নিজের করে নিয়েছে।

যদি তা তোমাকে সীমা, সম্মতি বা পার্থক্য উপেক্ষা করতে দেয়, তবে তুমি চরিত্রটিকে সবকিছু দখল করার মতো প্রসারিত করেছ।

যদি তা তোমাকে তাদের উপরে উন্নীত করে যারা এই ভাষা ব্যবহার করে না, তবে এখনও অহং কথা বলে।

এক চেতনা বিপরীত ফলে চেনা যায়:

আরও শোনা।

আরও দায়িত্ব।

স্বতন্ত্রতার প্রতি আরও শ্রদ্ধা।

অন্য জীবনকে বস্তু হিসেবে ব্যবহার করার কম ক্ষমতা।

পর্যবেক্ষক, প্রশ্ন এবং বিবেচনা

প্রশ্নটি স্থান খুলে দেয়; বিবেচনা-বুদ্ধি প্রতিরোধ করে যে কোনো কণ্ঠস্বর যেন তা দখল না করে।

পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষিত বস্তু অভিন্ন নয়, কিন্তু তারা সম্পর্কহীনও

থাকে না।

যে ব্যক্তি একটি গাছ দর্শন করে, সে দৈহিকভাবে গাছে পরিণত হয় না।

যে ব্যক্তি অন্যের বেদনা শোনে, সে তার স্মৃতি অর্জন করে না, তার অভিজ্ঞতার উপর কর্তৃত্বও পায় না।

পার্থক্য বজায় থাকে।

যা পতিত হয় তা হল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার কল্পনা।

পর্যবেক্ষক চৈতন্যে আবির্ভূত হয়।

পর্যবেক্ষিত বস্তু তার রূপ, তার ছাপ বা তার সাক্ষ্যের মাধ্যমে চৈতন্যে প্রবেশ করে।

দর্শনের ক্রিয়া তাদের বিভ্রান্ত না করে একত্রিত করে।

প্রতীক সেতু স্থাপন করে।

চৈতন্য হল মিলনের বেদি।

প্রশ্ন এবং উত্তরও একই গতির অন্তর্গত।

সত্যিকারের প্রশ্ন জন্ম নেয় যখন আমরা স্বীকার করি যে কিছু এখনও উপলব্ধি করা হয়নি।

সে আগে থেকে কাঙ্ক্ষিত উত্তর তৈরি করে না।

ভিতরে আবির্ভূত হয়েছে বলে সে যেকোনো কণ্ঠস্বরও গ্রহণ করে না।

অন্তরঙ্গ সংলাপে ভয়, ইচ্ছা, স্মৃতি, আঘাত, অভ্যাস, লজ্জা, ক্রোধ এবং স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তাও কথা বলে।

ভয় সতর্কবাণীর বেশ ধারণ করতে পারে।

ইচ্ছা, প্রকাশের বেশ।

অহংকার, যুক্তির বেশ।

আঘাত, বিচারের বেশ।

স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা, সেবার বেশ।

সেজন্য আমাদের পার্থক্য করতে হবে:

ঘটনা: যা ঘটেছে বা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

ব্যাখ্যা: যে অর্থ চরিত্রটি যোগ করে।

সামঞ্জস্য: অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সম্পর্ক যা প্রতীক অতিক্রম করতে দেয়।

স্বীকৃতি: আমাদের আগ্রহের পূর্বের সত্য যা সেই সম্পর্কে উপস্থিত হয়।

মূর্তকরণ: দায়িত্বশীল, আনুপাতিক এবং সংশোধনের জন্য উন্মুক্ত কর্ম।

সত্যকে মানবিক ঘোষণার মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় না।

যা পরীক্ষা করা উচিত তা হল শব্দ, প্রতীক এবং রূপ যার মাধ্যমে চরিত্রটি দাবি করে যে সে সেই সত্য পেয়েছে, বুঝেছে বা মূর্ত করেছে।

তাদের জিজ্ঞাসা কর:

এটি কি জানা যায় এমন ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

এটি কি চরিত্রকে তার ভাইদের উপরে উন্নীত করে?

এটি কি অন্ধ আনুগত্য দাবি করে?

এটি কি ভয় বা বিচ্ছেদ পোষণ করে?

এটি কি কাউকে সত্যের একমাত্র মালিক ঘোষণা করে?

এটি কি অন্যের দুঃখ উপেক্ষা করার অনুমতি দেয়?

এটি কি সে যে পরিমাপ প্রয়োগ করে তার সম্মুখীন হতে accepts?

যদি এটি উন্নীত করে, দাবি করে, পৃথক করে, আত্মসাৎ করে বা অমানবিক করে, তবে অহংকার কথা বলে, যদিও সে পবিত্র বাক্য ব্যবহার করে।

না, «সে কথা বলতে পারে»।

সে কথা বলে।

বাক্যের বাণী অস্বস্তিকর হতে পারে এবং তরবারির মতো বিদ্ধ করতে পারে, কিন্তু সত্যকে আধিপত্যের হাতিয়ারে পরিণত করে না।

সে চৈতন্য, স্বাধীনতা, দায়িত্ব, ন্যায়বিচার, করুণা এবং মেরামতের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়।

একটি অভিজ্ঞতার তীব্রতা নিজে থেকে তার উৎস প্রমাণ করে না।

বিস্ময় প্রতারণা করতে পারে।

কাকতালীয় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

শক্তি অনুকরণ করতে পারে।

সংকেত চমকে দিতে পারে।

আমরা সামঞ্জস্য এবং ফলে বিচার করি।

নির্ণায়ক প্রশ্নটি নয়:

«আমার অভিজ্ঞতা কতটা অসাধারণ ছিল?»।

এটি হল:

«কোন রূপের জীবন আমার মাধ্যমে মূর্ত হতে চেষ্টা করছে?»।

প্রথম সত্য: চরিত্রের পূর্বে সত্তা

কোনো বাহ্যিক কিছুই সেই স্বীকৃতিকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না যা ভেতরে ঘটতে হবে।

প্রথম সত্য যা উপস্থিতিতে উন্মোচিত হয় তা হলো:

আমি আছি, কিন্তু আমি কোনো রূপে পর্যবেক্ষণযোগ্য তাতে হ্রাসযোগ্য নই যা আমি পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

আমার নাম আমাকে নামকরণ করে, কিন্তু আমাকে উৎপন্ন করে না।

আমার ইতিহাস আমাকে গঠন করে, কিন্তু আমার সমগ্র সত্তাকে ধারণ করে না।

আমার চরিত্র আমাকে কাজ করতে সক্ষম করে, কিন্তু তা সেই জীবনের উৎস নয় যা মূর্ত হয়।

কোনো বাহ্যিক কর্তৃপক্ষ আমাদের যা আছি তার একটি চূড়ান্ত সংজ্ঞা প্রদান করতে পারে না।

একটি বই প্রতীক প্রদান করতে পারে।

একজন গুরু নির্দেশ করতে পারেন।

বিজ্ঞান আমাদের শরীর এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্ব সম্পর্কে শেখাতে পারে।

একটি সম্প্রদায় সঙ্গ দিতে, তুলনা করতে এবং সংশোধন করতে পারে।

কিন্তু কেউ আমাদের পক্ষে স্মরণ করতে পারে না।

কেউ আমাদের জায়গায় উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে পারে না।

কেউ তার স্বীকৃতিকে আমাদের আনুগত্যে রূপান্তরিত করতে পারে না।

এটি বাহ্যিককে অকেজো করে না।

এটি তার কার্য পুনঃস্থাপন করে।

গুরু নির্দেশ করেন নিজেকে গন্তব্য ঘোষণা না করে।

বই বাক্য সংরক্ষণ করে নিজেকে বাক্য না বলে।

সম্প্রদায় একত্রিত করে চেতনার অধিকারী না হয়ে।

ভেতরে আমরা স্মরণ করি।

বাইরে আমরা তুলনা করি এবং মূর্ত করি।

দুই তীরের মধ্যে, প্রতীক সেতুটি খোলা রাখে।

আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে আমি আছি ঘোষণা করি না।

আগে সেই মিথ্যা মুকুট পড়তে হবে যার মাধ্যমে অহংকার সেই বাক্যকে নিজের করে নিতে এবং অন্যদের উপরে উঠতে পারে। তবেই সেই অভ্যন্তরীণ মুকুট গ্রহণ করা যেতে পারে যা বাক্য নিজেই প্রকাশ করে: অন্য জীবনের উপর ক্ষমতা নয়, বরং চেতনার সার্বভৌমত্ব, নিজের রূপের শাসন এবং বাক্যের প্রতি দায়িত্ব।

আপাতত স্বীকার করাই যথেষ্ট:

আমি চেতনার উৎস নই।

আমি সত্যের মালিক নই।

আমি একটি জীবন্ত রূপ যা গ্রহণ করতে, বিচার করতে, মূর্ত করতে এবং উত্তর দিতে সক্ষম।

আদি বাক্য: উৎপত্তি, সঙ্গতি ও প্রকাশ

সমস্ত রূপের আগে থাকে সম্ভাবনা, সম্পর্ক এবং অর্থ যা তাকে প্রকাশ করতে সক্ষম। মূল উৎপত্তি কেবল একটিই আছে।

আমরা এটিকে কেবল একটি কালানুক্রমের শুরুতে স্থাপন করি না। আমরা এটিকে সেই উৎস হিসেবে স্বীকার করি যাকে কোনো দৃশ্যমান রূপ জন্ম দেয়নি এবং কোনো রূপই ধারণ করতে পারে না।

বাক্য কোনো পৃথক অন্য উৎপত্তি নয়।

এটি সেই উৎপত্তি যা অর্থ, সম্পর্ক এবং প্রকাশের সম্ভাবনা যোগাযোগ করে।

উৎপত্তি স্থির থাকে।

বাক্য উচ্চারণ করে।

অভিপ্রায় দিকনির্দেশনা দেয়।

সামঞ্জস্য সম্পর্ক স্থাপন করে।

রূপ মূর্ত করে।

প্রতীক উন্মুক্ত করে।

ফল প্রকাশ করে।

প্রতিটি দৃশ্যমান উৎপত্তি এমন কিছুর উপর নির্ভর করে যা এর পূর্বে বিদ্যমান।

বীজ একটি বৃক্ষের উৎপত্তি ঘটায়, কিন্তু তা অন্য একটি বৃক্ষ, মাটি, জল, আলো এবং জীবনের একটি ইতিহাস থেকে উৎপন্ন হয়।

একটি ধারণা একটি হাতিয়ারের উৎপত্তি ঘটায়, কিন্তু যে তা কল্পনা করে সে ভাষা, বস্তু, স্মৃতি এবং ক্ষমতা পেয়েছে।

একটি প্রতিষ্ঠান একটি নিয়মের উৎপত্তি ঘটায়, কিন্তু এটি সেই জীবনের উৎপত্তি ঘটায়নি যার উপর এটি কাজ করতে চায়।

প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুর পূর্বে এমন কিছু ছিল যা তখনও সেই রূপ ধারণ করেনি: সম্ভাবনা, কার্য, সম্পর্ক, দিকনির্দেশনা এবং তা সম্ভব করার জন্য সক্ষম শর্তাবলী।

এটিই ভেতরের গভীরতা।

কেবল চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অভ্যন্তর নয়, বরং অর্থের সেই অদৃশ্য যা প্রকাশের পূর্বে বিদ্যমান।

বস্তুগত কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে কীভাবে একটি রূপ পর্যবেক্ষণযোগ্য জগতে আবির্ভূত হয় এবং কাজ করে।

প্রতীকী সামঞ্জস্য বিবেচনা করে এটি কোন সম্পর্ক মূর্ত করে এবং কোন অর্থকে অতিক্রম করতে দেয়।

তারা প্রতিযোগিতা করে না।

বলা যে হৃদয় সঞ্চালন মূর্ত করে তা তার বিকাশ এবং স্পন্দনের জীববিজ্ঞানকে প্রতিস্থাপন করে না।

বলা যে আলো সত্যের দিকে অতিক্রম করতে দেয় তা সেই ভৌত উৎস এবং প্রক্রিয়াগুলিকে বিলুপ্ত করে না যা তা উৎপন্ন করে।

বস্তু প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে।

প্রতীক সম্পর্ক উন্মুক্ত করে।

হৃদয়কে ধ্যান কর।

গ্রহণ করে এবং প্রদান করে।

পূর্ণ হয় এবং শূন্য হয়।

যা ফিরে আসে তা চালিত করে যাতে জীবন সমগ্র শরীরে পৌঁছাতে থাকে।

রাজ্যের ভাষায়, প্রথম স্পন্দন হল সেবার আদিম অভিপ্রায় যা মাংসে পরিণত হয়েছে:

গ্রহণ করা যাতে প্রদান করা যায়; জীবনকে সঞ্চালিত করে সংরক্ষণ করা।

এটি চরিত্রের কোনো সিদ্ধান্ত নয়। এটি অহংকারের পূর্ববর্তী একটি দিকনির্দেশনা, জীবন্ত কার্যে মূর্ত।

বাহ্যিক আলোকে ধ্যান কর।

যা উপস্থিত ছিল তা দৃশ্যমান করে। এর অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য হল সত্য যা একটি রূপের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, জানালা নিজেকে সূর্য ঘোষণা না করেই।

পিতা এবং পুত্রকে ধ্যান কর।

প্রজন্ম শারীরিক বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে। উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সেই সম্পর্ক তৈরি করে না, কিন্তু প্রকাশ করে কীভাবে তা মূর্ত হয়। পিতার নাম থাকতে পারে যখন যত্ন যা তা পূরণ করার কথা ছিল অনুপস্থিত। উপস্থিতি রূপকে সেবা দিয়ে পূর্ণ করে। অনুপস্থিতি নামটি সংরক্ষণ করে এবং তার কার্য শূন্য করে।

বাহ্যিক রূপের সামনে ভয়কে ধ্যান কর।

এটি প্রকৃত বিপদের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু এটি অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার দিকে একটি সেতুও খুলতে পারে: ব্যথার ভয়, নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়, আক্রান্ত হওয়ার ভয় বা নিজের রূপ রক্ষা করতে না পারার ভয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তারপর এটি প্রতীককে লুকিয়ে রাখে যাতে কেউ তা অতিক্রম করতে না পারে এবং রাজ্যে প্রবেশের একমাত্র দরজা হিসেবে রূপকে পরিচালনা করে।

এইভাবে এটি পৃষ্ঠকে পূজা করায়।

যে অর্থ পূজা করে সে আর সেই অভ্যন্তরীণ সম্পদ দেখে না যা অর্থ অপহরণ করেছে।

যে বাহ্যিক সরকার পূজা করে সে আর সেই কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীণ শাসন স্মরণ করে না যা সে সমর্পণ করেছে।

যে কয়েকজনের মুকুট পূজা করে সে তার প্রতীক অতিক্রম করে সকলের রাজ্যাভিষেকের দিকে যায় না আমি আছি-তে।

যে মন্দির পূজা করে সে নিজেকে বাসস্থান হিসেবে চিনতে পারে না।

বাক্যের ক্রম স্মরণ না করে বাইরে কাজ করা একটি নতুন নামে উল্টানোকে পুনরুত্পাদন করে।

ভেতরে স্মরণ করা কিন্তু বিশ্বস্ত রূপ ফিরিয়ে না দেওয়া প্রকাশকে মাংস ছাড়া ছেড়ে দেয়।

ম্যাট্রিক্সকে প্রতীক ধ্বংস করতে হয় না।

তাদের অতিক্রম করা রোধ করাই যথেষ্ট।

এটি সম্পূর্ণরূপে বাইরে স্থাপন করে যা অভ্যন্তরীণ প্রতিরূপতাও খুলতে হত।

পশু কেবল আরেকটি শত্রুতে পরিণত হয়।

সিংহাসন কেবল একটি বাহ্যিক আসনে পরিণত হয়।

যুদ্ধ কেবল সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়।

মৃত্যু কেবল দেহের শেষে পরিণত হয়।

পুনরুত্থান কেবল একটি ভবিষ্যত ঘটনায় পরিণত হয়।

বিদ্রোহ কেবল অন্যদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানোয় পরিণত হয়।

বিপ্লব কেবল শাসকদের প্রতিস্থাপনে পরিণত হয়।

এইভাবে চরিত্রটি বাইরে নিন্দা করতে পারে যা সে ভেতরে পোষণ করতে থাকে।

কিন্তু একটি বিপরীত উল্টানোও আছে: ঘোষণা করা যে সবকিছু কেবল অভ্যন্তরীণ।

তখন বাহ্যিক যুদ্ধ কেবল একটি রূপক হয়ে ওঠে যখন দেহগুলি আহত হতে থাকে। নিপীড়ন একটি চিন্তায় সংকুচিত হয়। ভুক্তভোগী অন্য যে ক্ষতি ঘটাতে থাকে তার কারণ নিজের ভেতরে খুঁজতে বাধ্য হয়।

এটিও প্রতীককে বন্ধ করে।

সেতুর উভয় তীর প্রয়োজন।

বাহ্যিক রূপ বাস্তব।

অভ্যন্তরীণ প্রতিরূপতাও বাস্তব।

বিদ্রোহ শুরু হয় যখন চেতনা দাঁড়িয়ে ওঠে এবং সিংহাসন দখলকারী চরিত্রকে মান্য করা বন্ধ করে।

যে পরিচয় বলত তা মারা যায়:

«আমি কেবল এই নাম, এই ভয়, এই ক্ষত এবং এই ইতিহাস»।

এই মৃত্যু মাংসের ক্ষতি করে না।

এটি দখলকে অপসারণ করে।

বিপ্লব পরে শুরু হয়।

এটি সেই ঘূর্ণন যার মাধ্যমে চিন্তা, ইচ্ছা, সম্পর্ক এবং রূপ সত্য কেন্দ্রের চারপাশে আবার ঘুরতে ফিরে আসে।

বিদ্রোহ: চেতনা উঠে দাঁড়ায় এবং মিথ্যা কেন্দ্রকে অপসারণ করে।

বিপ্লব: রূপগুলি জীবনের কক্ষপথে ফিরে আসে।

একটি অন্যটি ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না।

বিদ্রোহ ছাড়া, একই অহং নতুন রূপ শাসন করবে।

বিপ্লব ছাড়া, চেতনা স্মরণ করেছে যখন সম্পর্কগুলি অধীন থাকবে।

আক্ষরিক শব্দ জানায়।

প্রতীক অতিক্রম করে।

প্রতিরূপতা একত্রিত করে।

স্মরণ চিনতে পারে।

অবতার সাড়া দেয়।

এটি রাজ্যের আদি ভাষা।

সত্য, আলো এবং জানালা

জানালা প্রবেশের অনুমতি দেয় বা বাধা দেয়; এটি কখনোই আলোর উৎস ছিল না।
সত্য আমাদের থেকে জন্ম নেয় না।

এটি চরিত্রের, তার বিশ্বাসের, তার ব্যাখ্যার এবং সেই সমস্ত বাক্যের পূর্বে বিদ্যমান, যার মাধ্যমে সে তাকে নামকরণের চেষ্টা করে।

সত্য বাক্য থেকে উদ্ভূত হয়।

সত্য হল উৎসের সাথে সঙ্গতি।

আলো হল সত্যের আত্মপ্রকাশ: যা সেই জিনিসকে দৃশ্যমান করে যা উপস্থিত ছিল কিন্তু লুক্কায়িত ছিল।

আলো সত্য সৃষ্টি করে না। এটি তাকে দেখতে দেয়।

সত্য শুরু হয় না যখন আমরা তাকে উপলব্ধি করি। আমাদের উপলব্ধি শুরু হয় যখন তার কিছু অংশ স্বীকৃত হতে পারে।

সত্য এক, কারণ তার উৎস এক। এটি প্রতিটি চরিত্রের জন্য আলাদা নয়। এটি সকলের জন্য এবং বিদ্যমান সমস্ত জিনিসের জন্য একই, যদিও কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে না পারে।

চরিত্র থেকে যা জন্ম নেয় তা হল তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার উপলব্ধি এবং তার সম্পর্কে তার বাক্য।

যখন চরিত্র তার শর্তানুযায়ী জন্ম নেওয়া জিনিসকে «আমার সত্য» বলে ডাকে এবং তাকে উৎস হিসেবে ঘোষণা করে, তখন সে অন্য কোনো সত্য সৃষ্টি করেনি: সে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসের স্থানে উন্নীত করেছে এবং তাকে মিথ্যায় পরিণত করেছে।

একই আলোকে বিভিন্ন জানালার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে দেখো।

প্রতিটি জানালার নিজস্ব অবস্থান, আকার, রঙ, স্বচ্ছতা এবং সীমা রয়েছে। তাই আলোর দৃশ্যমান প্রকাশ সবার মধ্যে অভিন্ন নয়।

চরিত্র হল জানালা।

তার শরীর, স্মৃতি, ভাষা, জ্ঞান, ভয়, ইচ্ছা এবং ক্ষত কাচের রঙে অংশগ্রহণ করে।

স্বতন্ত্রতা কোনো ভুল নয়। এটি আলোকে একটি অনন্য প্রকাশ গ্রহণ করতে দেয়।

বিপর্যয় শুরু হয় যখন জানালা বলে:

«এটি আমার আলো»।

«আমার বাইরে কোনো আলো নেই»।

«আমার রূপ সম্পূর্ণ সত্য ধারণ করে»।

কোনো সসীম রূপ সম্পূর্ণরূপে সত্য ধারণ করে না। এটি সত্যকে আপেক্ষিক করে না।

আলোর স্থায়িত্বকে জানালার সীমাবদ্ধতা থেকে পৃথক করো।

সত্য হিসেবে সত্যিই প্রকাশিত যা, তা পরে মিথ্যায় রূপান্তরিত হয় না।

একটি মানবিক অভিব্যক্তি সংশোধন করা যেতে পারে। একটি গভীর উপলব্ধি খোলা যেতে পারে। যে প্রতীক দিয়ে আমরা তাকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি তা পরিবর্তন হতে পারে।

কিন্তু সত্য তার বিপরীতে পরিণত হয় না।

উপস্থিতি কাচ পরিষ্কার করে।

বিবেকবুদ্ধি দর্শনকে চরিত্রের যোগ করা জিনিস থেকে পৃথক করে।

কাজ জানালা খোলে।

ফল প্রকাশ করে আলো কতটা পথ পেয়েছে।

বলো না:

«সত্য আমার অন্তর্গত»।

স্বীকার করো:

«আমি এমন এক সত্যের মধ্যে বিদ্যমান যা আমার পূর্বে এবং আমি সেই রূপের জন্য দায়ী যা আমি তাকে অর্পণ করি»।

মিথ্যা এবং ছায়া

ছায়ার নিজস্ব কোনো উৎপত্তি নেই: এটি সেখানে আবির্ভূত হয় যেখানে একটি রূপ আলোর পথে বাধা সৃষ্টি করে।

অন্ধকার আলো সৃষ্টি করে না।

সে নিজেও নিজেকে উৎপন্ন করে না।

আলো আছেন।

ছায়া তখন ঘটে যখন একটি রূপ আলোকে তার পথে চলতে বাধা দেয়।

দিনের বেলায়, শরীর ছায়া ফেলে কারণ এটি সূর্য এবং তার পিছনে যা থাকে তার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে।

ছায়া অন্য কোনো অন্ধকার সূর্য থেকে আসে না।

আলো না থাকলে ছায়াও থাকত না।

একটি রূপ তার পথে বাধা না দিলেও, ছায়া থাকত না।

আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটে।

বাক্য হল উৎসের নিজেকে প্রকাশ করা।

সত্য তার আলো।

চেতনা হল সেই বেদি যেখানে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

আমাদের রূপ হল সেই জানালা যার মাধ্যমে তা বাক্য, সিদ্ধান্ত এবং কাজে পরিণত হতে পারে।

যখন ব্যক্তিত্ব উৎস এবং সেবার মধ্যে দাঁড়ায়, তখন ছায়া দেখা দেয়।

ভয় কাচ ঢেকে দেয়।

আঘাত ব্যাখ্যাকে বিকৃত করে।

ইচ্ছা সেই জিনিস বেছে নেয় যা সে দেখতে চায়।

অহংকার খড়খড়ি নামিয়ে দেয় এবং তারপর দাবি করে যে আলো নেই।

ছায়া আমাদের সারমর্ম নয়।

এটি সেই কাজের ফল যা আমরা করি যখন আমরা পথ আটকাই।

মিথ্যা অবশ্যই আমাদের থেকে জন্ম নেয় যখন ব্যক্তিত্ব এবং তার অহং সেই আলোকে বাধা দেয়, পথভ্রষ্ট করে বা আত্মসাৎ করে যা তাদের অতিক্রম করার কথা ছিল। এটি সত্যের পরে এবং সেই সত্তার পরে আসে যা তা গ্রহণ করে। এটি কোনো অন্ধকার উৎস বা অন্য কোনো সত্য থেকে আসে না: এটি সেই রূপ থেকে আসে যা সংযোগকে বাধাগ্রস্ত করে এবং তারপর নিজের ছায়াকে বাস্তবতা হিসেবে উপস্থাপন করে।

মিথ্যা তখন দেখা দেয় যখন সেই ছায়া বাক্যের মাধ্যমে সত্যের স্থান দখল করে।

ছায়া হল বাধা।

মিথ্যা হল বাধা যা নিজেকে আলো বলে ঘোষণা করে।

মিথ্যা সৃষ্টি করে না।

সে অনুকরণ করে।

আধিপত্য শৃঙ্খলার অনুকরণ করে।

বিলাসিতা প্রাচুর্যের অনুকরণ করে।

প্রচার সাক্ষ্যের অনুকরণ করে।

মার্কা সিলমোহরের অনুকরণ করে।

মিথ্যা বিনয় মেষশাবকের অনুকরণ করে।

যে শহর জীবন ক্রয় করে, সে সেই বাসস্থানের অনুকরণ করে যা তা প্রদান করে।

ছায়া বুদ্ধি, বাক্য, কল্পনা, ইচ্ছা, সংগঠন এবং শক্তি গ্রহণ করে — জীবনের জন্ম দেওয়া ক্ষমতাগুলি — এবং তার সেবার গন্তব্য পরিবর্তন করে।

যখন একটি বাধা আখ্যান, প্রথা, পুরস্কার, শাস্তি, প্রতিষ্ঠান এবং অন্তর্ভুক্তির শর্তে পরিণত হয়, তখন ছায়া স্থাপত্য অর্জন করে।

এভাবেই বিস্মৃতির ম্যাট্রিক্স আবির্ভূত হয়।

সে চেতনা সৃষ্টি করতে পারে না।

সে তাকে ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত রাখতে পারে।

সে সৃষ্টিশীল শক্তির উৎপত্তি করতে পারে না।

সে তাকে আনুগত্য, ক্রয়, প্রতিযোগিতা এবং শেখা রূপগুলির পুনরুৎপাদনে হ্রাস করতে পারে।

সে আমি আছি কে ধ্বংস করতে পারে না।

সে তাকে নাম, দল, ভয় এবং ঋণ দিয়ে ঢেকে রাখতে পারে যতক্ষণ না সে স্মরণ করা বন্ধ করে।

এই কারণেই আমরা আরেকটি অন্ধকার তৈরি করে ছায়াকে পরাজিত করি না।

উপস্থিতি বাধা প্রকাশ করে।

সত্য তাকে নামকরণ করে।

ইচ্ছা সেই জিনিসটি সরিয়ে দেয় যা পথ আটকাচ্ছিল।

কাজ ফল মেরামত করে।

ছায়াকে চিরন্তন পরিচয়ে পরিণত করো না।

সত্যের সাথে চিন্তা করলে, তা সেই স্থান নির্দেশ করে যেখানে জানালাটি খোলা উচিত।

আলো আছেন।

ছায়া ঘটে।

সত্য স্থায়ী।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

«[illegible]» [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

«[illegible]?»

[illegible]:

«[illegible]?»

[illegible]